ছোটদের রসূলুল্লাহ্ (সা)

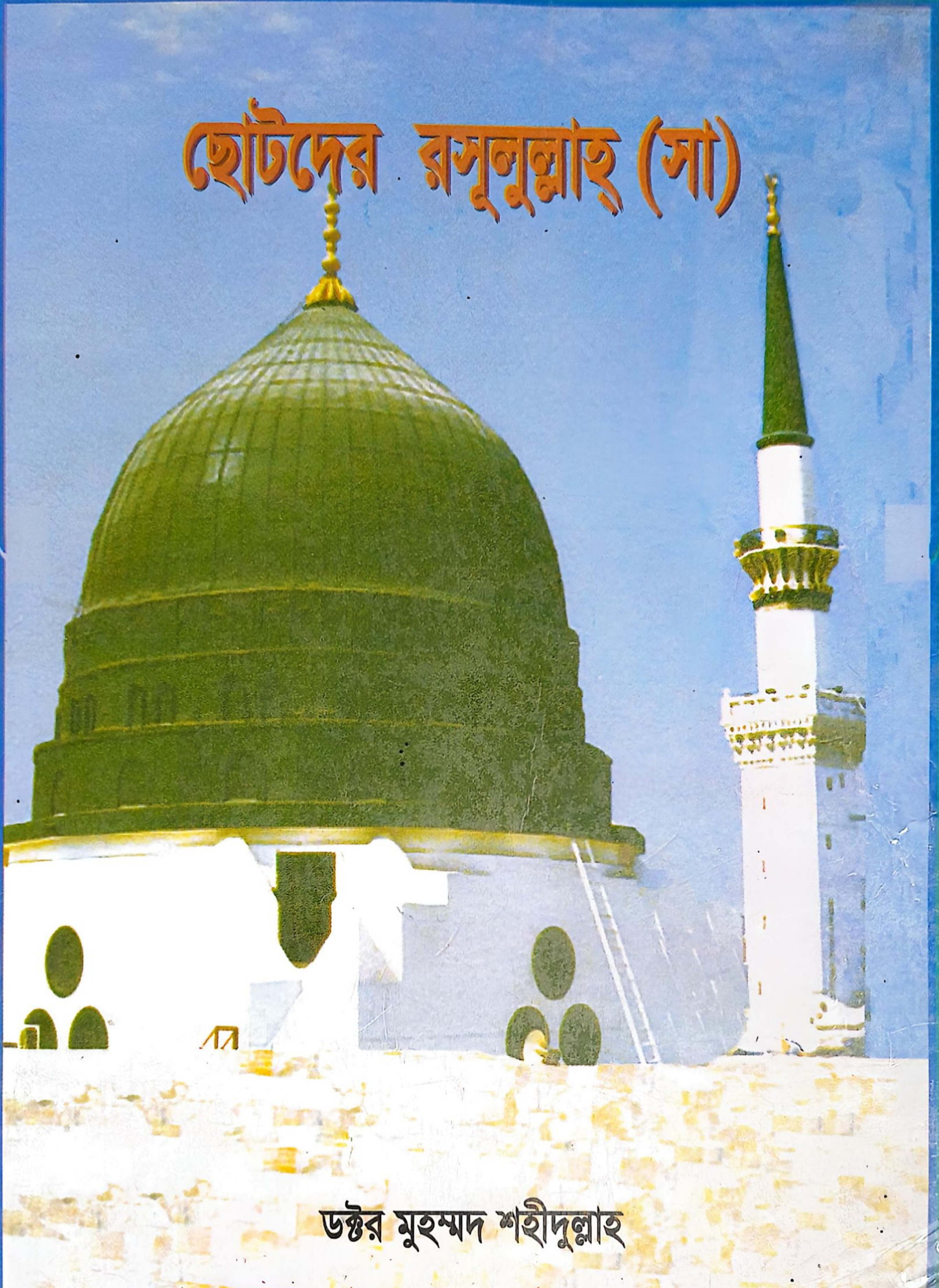

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ছোটদের রসূলুল্লাহ্ (সা)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ছোটদের রসূলুল্লাহ্ (সা)
ডক্টর মুহ'ম্মদ শহীদুল্লাহ
ইফা প্রকাশনা : ২৫৩০/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭০৬৩
ISBN : 978-984-06-1301-4

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০১১
আষাঢ় ১৪১৮
রজব ১৪৩২

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
শব্দরূপ, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
নুরুল ইসলাম মানিক
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

CHOTODER RASULULLAH (S) [Prophet (sm) for Juvenile] : Written by Dr. Muhammad Shahidullah in Bangla and Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2011

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 40.00 ; US Dollar : 1.25

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন ঃ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূল (সা) হচ্ছেন উত্তম আদর্শ।" অর্থাৎ দুনিয়াতে ভালো হওয়ার, সৎ হওয়ার, চরিত্রবান হওয়ার, ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান হওয়ার একমাত্র আদর্শ হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর জীবনে আদর্শ চরিত্রের উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী তথা সাহাবীগণকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে সাহাবীগণ বিশেষভাবে খুলাফায়ে রাশিদার চার খলীফা যথা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁদের জীবনেও এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উত্তম আদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়ে আশারাহ মুবাশশারাহর বিশিষ্ট দশজন সাহাবী এই দুনিয়াতে জীবিত অবস্থায়ই বেহেশতের সু-সংবাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

জ্ঞান তাপস ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ "ছোটদের রাসূলুল্লাহ (সা)" বইয়ে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবীদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বইটি ১৯৬২ সালে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা আশাকরি বইটি পড়ে শিশু-কিশোররা নবী করীম (সা) ও সাহাবীদের আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

ফাতিহাহ্ দুয়াযদহম	০৭
হযরত মুহম্মদ (সা)	১০
হযরতের মদীনায় প্রস্থান	১৪
হযরতের অন্তিম কাল	১৭
হযরত ও ক্ষমা	২১
হযরত ও দয়া	২২
হযরতের বলা একটি গল্প	২৩
ছোটদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)	২৬
হাদীস আলাপন	২৮
হযরতের চার আসহাব	৩৪
'আশারাহ্ মুবাশ্‌শারাহ্	৪১
হযরতের বীর সেনানী খালিদ	৪৪

প্রথম প্রকাশের মুখবন্ধ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। কেবল দরূদ শরীফ পড়িলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহার আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তোলা চাই। বাল্যকালে মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তাহা স্থায়ী হয়। এইজন্য এই "ছোটদের রসূলুল্লাহ" (সা) প্রকাশিত হইল। রবী'উল্ আওওল মাসে ইহার প্রকাশ অর্থপূর্ণ। এই মাস রসূলের মাস, যেহেতু এই মাসে তাঁহার জন্ম, নবুওত প্রাপ্তি, হিজ্রত ও ওফ্যত। যাহাদের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল, আমার সেই পোতা-পুতনী, নাতি-নাতনী স্থানীয় সকলে ইহা পড়িয়া আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিলে আমার শ্রম সফল হইবে, আমি ধন্য হইব। তাহাদের জন্য আমার প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য দো'আ রহিল আর তাহাদের হাতেই দিলাম এই অমূল্য জীবনী। ইতি ৩রা রবী'উল আওওল, ১৩৮২ হিজরী; মোতাবেক ২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ সন; ৫ই আগষ্ট, ১৯৬২ ইং।

"পিয়ারা ভবন"
৭৯ বেগম বাজার রোড, ঢাকা।

দো'আ-গো
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ফাতিহাহ্ দুয়াযদহম

রবী'উল আওওল মাসের বারই তারিখ "ফাতিহাহ্ দুয়াযদহম" পর্ব। সেইদিন চারিদিকে মৌলুদ শরীফের ধুম পড়িয়া যায়। আগরবাতির সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়ে। আর মুসলমান গৃহে সমবেত কণ্ঠে ভাসিয়া বেড়ায় সুমধুর সুর— "ইয়ানবী সালামু 'আলায়কা। ইয়া রসূল সালামু 'আলায়কা।"

সাধারণের বিশ্বাস এই দিন আমাদের হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই এই উৎসব হয়। মৌলুদ শরীফ মানে পবিত্র জন্মবৃত্তান্ত। এখন আমি হযরতের জন্মবৃত্তান্ত তোমাদিগকে বলিতেছি।

আরব দেশের দক্ষিণে ইয়ামন দেশে আবরাহা নামে এক অত্যাচারী খ্রীস্টান শাসনকর্তা ছিল। সে ছিল আবিসিনীয়া সম্রাটের প্রতিনিধি। সে দেখিল, আরবেরা মক্কার কা'বা ঘরকে খুব সম্মান করে আর সেখানে ফী বছর বড় মেলা বসে। সে তাহার নিজের দেশের রাজধানী সানা নগরীতে কা'বার মতো একটা গির্জা ঘর করিয়াছিল; কিন্তু সেখানে কেহ যাইত না, মেলাও বসাইত না। এইজন্য সে অনেক লোক লশকর ও হাতী লইয়া কা'বার ঘর ভাঙ্গিতে আসিল। মক্কার লোকেরা খুব ভয় পাইয়া গেল।

দেশে তখন দুর্ভিক্ষও ছিল। এই সময় কা'বার দেখাশোনা করার ভার ছিল কুরাইশ নেতা 'আবদুল মুত্তালিকের উপর। কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। আব্রাহার সৈন্যেরা তাঁহার উট ধরিয়াছিল; তিনি তাহা চাহিতে গিয়েছিলেন। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাস করা হইল, তিনি কা'বা রক্ষার কোনও প্রস্তাব করিলেন না কেন, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন— "আল্লাহ্ তাঁহার নিজের ঘর রক্ষা করিবেন।" কা'বার ঘর ভাঙ্গিতে আসিয়া আব্রাহা ও তাহার সৈন্যদল খোদার গযবে ছারখার হইয়া গেল।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার আগেই লোকে হাতীর বছর বলিয়া এই ঘটনাকে চির স্মরণীয় করিয়াছিল।

ইহার পঞ্চাশ দিন পরে মক্কার এক দুঃখিনী স্ত্রীলোকের গৃহে এক চাঁদপানা ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। ইনিই আমাদের হযরত মুহম্মদ (সা)। 'আবদুল মুত্তালিব তাঁহার দাদা ছিলেন। হযরত যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতা 'আব্দুল্লাহ সফর হইতে ফিরিবার সময় পথে মারা যান।

হযরতের জননী আমিনাহ্ ভবিষ্যৎ সন্তানের মুখ চাহিয়া স্বামীর শোক ভুলিতে চেষ্টা করেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন কেহ যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "হে আমিনাহ্! তোমার গর্বে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রহিয়াছেন। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার নাম মুহম্মদ (সা) রাখিও।"

সেই সময়ে আরব দেশে এক খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার নাম 'ঈস। তিনি মক্কার লোকদিগকে বলিতেন, "তোমাদের মধ্যে এক বালক জন্মিবেন, আরববাসিগণ তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর রাজা হইবে। তাঁহার এই জন্মিবার সময়" মক্কায় কোনও শিশু জন্মিলে সন্ন্যাসী তাহার খবর লইতেন।

যে রাত্রে হযরত জন্মগ্রহণ করেন তাহার পরদিন হযরতের দাদা 'ঈসের কুটিরে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। সন্ন্যাসী উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিলেন, "তুমি সেই বালকের প্রতিপালক হও। নিশ্চয় আমি যে বালকের কথা তোমাদিগকে বলিতাম, তিনি এই সোমবার জন্মিয়াছেন। সোমবারে তিনি নবী হইবেন ও সোমবারে ইন্তিকাল করিবেন।"

'আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, "আমার বাড়ীতে ভোরের সময়ে একটি ছেলে হইয়াছে।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কি নাম রাখিয়াছ?" 'আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, "মুহম্মদ"। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আল্লাহের কসম! আমার বিশ্বাস ছিল যে, যদি সেই বালক তোমাদের মধ্যে জন্মেন, তবে আমি তাঁহাকে তিনটি লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিব। বাস্তবিক সেই তিন লক্ষণই পাইয়াছি। গত রাত্রে তাঁহার নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল এবং অদ্য সোমবার তিনি জন্মিয়াছেন এবং তাঁহার নাম মুহম্মদ।"

সেই সময় মক্কায় এক ইহুদী বাস করিত। যে রাত্রি হযরত জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রি সে একদল কুরাইশ বংশীয় লোককে ডাকিয়া বলিল, "তোমাদের মধ্যে কি আজ কেহ জন্মিয়াছে?" তাহারা বলিল, "আমরা জানি না।" তখন সে বলিল "তোমরা ভাল করিয়া দেখ, এই রাত্রি এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দুই স্কন্ধের মধ্যে পৃষ্ঠে পয়গম্বরী মোহর আছে।"

তাহার কথামত তাহারা চলিয়া গিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ ইহুদীকে আসিয়া বলিল, "কুরাইশ বংশে 'আবদুল মুত্তালিবের পুত্র 'আবদুল্লাহের একটি ছেলে হইয়াছে।" ইহুদী তাহাদের সহিত হযরতের মাতার নিকট গেল। সে শিশু মুহম্মদের সেই লক্ষণ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

হুঁশ হইলে সে বলিল, "ইস্রাইল বংশ হইতে পয়গম্বরী চলিয়া গেল। হে কুরাইশ দল! শোন, আল্লাহর কসম! তোমাদের প্রভাব বাড়িয়া যাইবে। তোমাদের খ্যাতি পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িবে।"

যে রাত্রি হযরত জন্মিলেন, সেই রাত্রিতে অনেক উল্কাপাত হইয়াছিল। হযরত যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার মাতা দেখিলেন যেন এক জ্যোতি প্রকাশ পাইল; তাহাতে সিরিয়া দেশের বালাখানা পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। ঈরানের নওশিরওয়া বাদশাহের বালাখানার চৌদ্দটি চূড়া পড়িয়া গেল। পার্শীদের হাজার বৎসরের প্রজ্বলিত আগুন সহসা নিবিয়া গেল। তিবরিয়া হ্রদ শুকাইয়া গেল।

পার্শীদিগের ধর্মগুরু স্বপ্নে দেখিলেন, ক্ষীণকায় উট বলবান ঘোড়াকে টানিয়া লইয়া তাইগ্রিস নদী পার হইয়া ঈরান দেশে আসিয়া পড়িল। নওশিরওয়া ভীত হইয়া সতীহ্ নামক এক গণকের নিকট দূত পাঠাইলেন। সতীহ্ বলিয়া পাঠাইলেন, “চূড়ার সমান রাজা ও রাণী ঈরানের সিংহাসনে বসিবেন। যাহা হইবার তাহা শীঘ্রই হইবে।” বাস্তবিক নওশিরওয়ার পরে চৌদ্দজন রাজা ও রাণী কয়েক বৎসর ঈরান দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর সমস্ত ঈরান দেশ মুসলমানদের অধীন হইয়াছিল।

এদিকে মক্কার দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অনাবাদী ভাব কাটিয়া গেল। দেশ আবার ফলে ফসলে ভরিয়া উঠিল। লোকের অভাব কাটিয়া গেল। পরে বেদুইন আরবেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান জাতি হিসাবে সম্মান পাইল। তাহাদের সাম্রাজ্য হইল। আরবী কুরআনের ভাষা হইল।

আমাদিগকে রসূলুল্লাহ (সা) জন্মকালের কথাই শুধু জানিলে তাঁহাকে জানা যাইবে না। তাঁহার জীবনী ও বাণীও জানিতে হইবে। এই মহাপুরুষকে আদর্শ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ নবী কেন বলা হয়, তাহা ভাবিতে হইবে। মুসলমান জাতির জন্য তিনিই পিতা এবং আদর্শ নেতা। ব্যথিত মানবের দরদী মানুষ তিনি, যাঁহাকে আল্লাহ ও মানুষ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছে বন্ধু বলিয়া।

বালাগাল্ ‘উলা বিকামালিহী,
কাশাফাদ্ দুজা বিজামালিহী,
হাসুনাত্ জামী‘উ খিসালিহী
সাল্লু ‘আলায়হি ওয়া আলিহী।

অতিশয় মহান্ গুণগ্রাম যাঁহার,
রূপে যাঁর অমার নাশে ঘোর আঁধার,
মনোহর যাঁহার সমুদায় আচার,
পড় সব দরুদ হে উপর তাঁহার।

হযরত মুহম্মদ (সা)

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ জুড়িয়া খুব বড় এক মরুভূমি আছে। ইহার নাম আরব মরুভূমি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মরুভূমির দেশে আরব জাতি বাস করে। এককালে তাহারা লাত, মানাত, হুবল ইত্যাদি ৩৬০টি দেব-দেবীর পুতুল বানাইয়া পূজা করিত; তাহা ছাড়াও তাহারা নানা রকম গাছপালা, ইট, পাথর প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া মানিত। এই জাতি ছোট ছোট শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পরস্পর মারামারি খুনাখুনি করিয়া সময় কাটাইত। তাহারা বেজায় মদ খাইত ও চুরি-ডাকাতি, লুট-তরাজ করিয়া দেশে এক ঘোরতর অশান্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিত। মেয়ে জন্মিলে তাহাকে জ্যান্ত পুতিয়া ফেলিত। এত দোষের মধ্যেও তাহাদের বিশেষ দুইটি গুণ ছিল; তাহারা প্রাণপণে অতিথি সেবা করিত এবং কবিতা বড় ভালবাসিত। প্রত্যেক দলেরই প্রায় কয়েক জন করিয়া কবি থাকিত। তাহারা ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিয়া অন্য দলের বিরুদ্ধে নিজেদের লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া দিত; এইভাবে দুই দলে যুদ্ধ বাঁধিত।

সমাজ যখন একেবারে পাপের চরমে গিয়া পৌঁছে, তখনই তাহাতে মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাহাতেই যে সমাজ একেবারে মরণ দশায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, আবার বাঁচিয়া উঠে। সকল সময় সকল দেশেই এই নিয়ম। আরব জাতির এই ঘোর দুর্দিনে কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহীমের পুত্র হযরত ইসমা'ঈলের বংশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার নাম হযরত মুহম্মদ (সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লম)।

মক্কা তখন হইতেই আরব দেশের খুব নামকরা স্থান ছিল। মক্কার শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত বংশের নাম ছিল কুরাইশ বংশ। এই প্রসিদ্ধ বংশে খ্রীস্টীয় ৫৭১ সালে ২০শে এপ্রিল (রবী'উল আওওল মাসের ৮ই) সোমবার হযরত মুহম্মদ (সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লম)-এর জন্ম হয়।

জন্মিয়াই তিনি বাপ-হারা, আবার ছয় বছর বয়সেই তিনি মা-হারা হইলেন, দাদা 'আবদুল মুত্তালিব এই এতীম শিশুকে মানুষ করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনিও মারা গেলেন। তখন তাঁহার এক চাচা আবু তালিব তাহাকে আশ্রয় দিলেন। এইরূপ দুঃখের পর দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহার বাল্যকাল অতীত হয়। তিনি কিছুদিন ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজে দেশ-বিদেশেও গিয়াছিলেন এবং সততা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। তারপর পঁচিশ বৎসরে তিনি খাদীজাহ (রা) নাম্নী এক ধনী ব্যবসায়ী বিধবা মহিলাকে আত্মীয় ও বন্ধুদের মত লইয়া বিবাহ করেন।

খাদীজাহ বিবি তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সা) বাহিরের রূপ যৌবন দেখিতেন না; তিনি অন্তরের গুণেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) ছেলেবেলা হইতেই নিরিবিলিতে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। বিবাহের পরেও তিনি সংসারের সুখভোগ ছাড়িয়া মক্কার নিকটে হিরা পাহাড়ের গুহায় বসিয়া প্রায়ই ধর্মচিন্তা করিতেন। তাঁহার দেশবাসীর কথা ভাবিয়া তাঁহার বড় দুখ হইত। কেমন করিয়া তিনি এই পাপাচারী সমাজকে সৎপথে টানিয়া আনিতে পারেন, এই চিন্তাই তাঁহাকে সকলের চেয়ে বেশি আকুল করিয়া তুলিত। তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া ও তাঁহার সাধুতার জন্য এই সময়ে লোকে তাঁহাকে "আল্-আমীন্" (বিশ্বাসী) বলিত। একবার তিনি কিশোর বয়সে আক্রমণকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়া নিজের সাহসের পরিচয়ও দিয়াছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) ৪০ বৎসর বয়স হইলে তিনি আল্লাহর নবীরূপে প্রকাশিত হইলেন। সেই বৎসর রমযান মাসের এক গভীর রাত্রে তিনি হিরা পাহাড়ের গুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি আল্লাহর আদেশ পাইলেন। ভাবিতে ভাবিতে ঘরে আসিয়া তিনি খদীজাহকে সকল কথা কহিলেন। খদীজাহ্ বলিলেন, "আপনি কিছুই ভাবিবেন না। আপনি লোকের আমানত রক্ষা করেন, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, সদা সত্য কথা বলেন। আল্লাহ কিছুতেই আপনাকে লজ্জিত করিরেন না।" হযরত মুহাম্মদ (সা) আশ্বস্ত হইলেন। ইহার ফলে ৬১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জগতে এক ধর্ম প্রচার করিলেন। তাহার নাম ইসলাম ধর্ম। ইহার মূলমন্ত্র "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"—আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ উপাস্য দেবতা (মা'বুদ) নাই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল (প্রেরিত দূত)।

তিনি প্রচার করিলেন যে আল্লাহ এক; তিনি স্বয়ং হযরত মূসা ও হযরত 'ঈসা প্রভৃতির ন্যায় আল্লাহের পয়গম্বর বা দূত। নানা দেবদেবীর পুতুল পূজা মিথ্যা; মানুষ এক নিরাকার আল্লাহেরই উপাসনা করিবে; তাঁহার নিকট কেহ ছোট জাতি, কি কেহ বড় জাতি নাই, সকলকেই আল্লাহ্ সমানভাবে দেখেন। সেই জন্যই এই ধর্মে জাতিভেদও নাই। আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে নিজকে সঁপিয়া দিয়া এবং সকলকে ভালবাসিয়া ও সকলের ভাল করিয়া আল্লাহের প্রিয়পাত্র হইতে হইবে, ইহাই এই ধর্মের গোড়ার কথা। জোর করিয়া ধর্ম প্রচার এই মতে নিষিদ্ধ।

সকলের প্রথম তাঁহার পত্নী হযরত খাদীজাহ (রা) তাঁহার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তৎপরে হযরত 'আলী (রা), হযরত আবু বকর (রা), হযরত উসমান (রা) প্রভৃতি ঈমান আনেন। পরে এই নতুন ধর্মের কথা শুনিয়া মক্কাবাসীদের কতক লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। এমন কি হযরত উমর (রা) যিনি প্রথমে রসূলের ঘোরতর দুশমন ছিলেন, মুসলমান হইলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। হযরতের ৫০ বৎসর বয়সের সময় তাহার চাচা আবু তালিবের মৃত্যু হইল। এই সময় হযরত খাদীজাহ পরলোক গমন করিলেন।

হযরত খদীজাহ্র মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার বিরহে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। তখন হযরত আবু বকর (রা) প্রিয় বন্ধু রসূলের জীবনের আনন্দের জন্য তাঁহার সহিত নিজের

কন্যা 'আইশার বিবাহ্ দেন। হ্যরতের ওফাতের পর তিনি ৪৮ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি যেমন তেজস্বিনী, সেইরূপ ধার্মিকা ও বিদুষী ছিলেন। তিনি হ্যরতের জীবিত কালে উহুদের যুদ্ধে নিজের পিঠে পানির মশক বহিয়া তৃষ্ণার্ত মুসলমানদের পানি খাওয়াইয়া ছিলেন। হ্যরতের দেহত্যাগের পর যখন কতক লোক তৃতীয় খলীফাহ্ হ্যরত 'উসমানকে শহীদ করে, তখন তিনি অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই অতিরিক্ত নমায ও রোযায় কাল কাটাইতেন এবং প্রায় প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতেন। তিনি বড় দানশীলা ছিলেন। তিনি হ্যরতের বহু হাদীস (বচন) বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর বিধর্মীরা হ্যরতের শিষ্যগণকে বেশি করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এমন কি অবশেষে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তখন আল্লাহর আদেশে খ্রীস্টীয় ৬২২ সালর ২০শে সেপ্টেম্বর (রবি'উল আওওল মাসের ৮ই) হ্যরত মুহম্মদ (সা) জন্মভূমি মক্কা হইতে বন্ধু আবু বকরের সহিত প্রস্থান করিলেন। মক্কা ছাড়িয়া তিনি মদীনায় আসিলেন। মদীনার লোকদের কতকজন নেতা তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য পূর্বেই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই হিজরতের (প্রস্থানের) সময় হইতেই মুসলমানেরা একটি সন গণনা করিয়া থাকেন। এই সনের নাম হিজরী। হিজরতের বৃত্তান্ত পরে বলিতেছি।

মদীনার লোক তাঁহাকে খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিল। অনেক মুনাফিক (কপট) নেতার ধোকাবাজি এবং তাহাদের ও খ্রীস্টানদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রমে তাহারা সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লইল এবং এই ধর্ম চারিদিকে প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মদীনাবাসিগণ হ্যরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের প্রধান শাসনকর্তার পদে স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি নিজেদের আন্তরিক ভক্তি দেখাইল।

রসূলুল্লাহ মদীনায় আশ্রয় পাইলেন বটে; কিন্তু নিজ জন্মভূমি মক্কার কুরাইশ নেতাদের শত্রুতা হইতে নির্ভয় হইতে পারিলেন না। হিজরীর দ্বিতীয় বৎসর তাহারা এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য লইয়া মদীনার উপর হামলা করিল। ১৭ই রমযান মদীনার নিকটবর্তী বদর নামক স্থানে মুসলমান ও বিধর্মীগণের এক যুদ্ধ হইল। মুসলমানগণ সংখ্যায় ৩১৩ জন মাত্র এবং সামান্য অস্ত্রধারী হইয়াও শত্রুদের হটাইয়া দিয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন। মুসলমানদের ২২ জন শহীদ হইলেন। শত্রু পক্ষে ৭০ জন মারা গেল এবং ৭০ জন বন্দী হইল।

এই বৎসরের শেষের দিকে হযরত নিজের প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমাহ বিবির বিবাহ হযরত 'আলীর সহিত সম্পন্ন করেন। হযরত ফাতিমাহ আদর্শ রমণী ছিলেন। তাঁহার কোন বাঁদী চাকর ছিল না। তিনি নিজের হাতে গৃহস্থালীর কাজ করিতেন। যাঁতা পেষা, মশক করিয়া পানি আনা, রাঁধা-বাড়া সকল কাজই তিনি স্বয়ং হাসিমুখে সম্পন্ন করিতেন। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন এবং হযরত মুহসিন তাহারই তিন পুত্র। হযরতের ওফাতের (তিরোভাবের) ৬ মাস পরে তাহার ইন্তিকাল (পরলোকগমন) হয়।

বদরের যুদ্ধের পর বহু যুদ্ধ হয়। উহুদের যুদ্ধে তিনি আঘাত পাইলেন। কিন্তু আল্লাহের কাছে শত্রুকে ধ্বংস করিবার ফরিয়াদ করিলেন না। তিনি খন্দক খনন করিয়া শত্রুর আক্রমণ রুখিয়াছেন এবং সত্যের জন্য অনাহারে পেটে পাথর বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন।

অবশেষে হিজরতের আট বছর পরে হযরত মুহম্মদ (সা) দশ হাজার শিষ্য লইয়া বিজয়ী বেশে আবার মক্কায় ফিরিলেন। মক্কার কুরাইশ বংশের বড় বড় বীর তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল। মক্কার প্রসিদ্ধ কা'বা গৃহ তখন হইতে ইসলামের তীর্থস্থানে পরিণত হইল। তাহাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইল। সমস্ত আরবদেশ ব্যাপিয়া ইসলামের শান্তিরাজ্য স্থাপিত হইল। তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত নির্ভয়ে বিদেশী বিধর্মী রাজাদেরও দিয়াছিলেন। তিনি সকল সময় দীন-দরিদ্রের ন্যায় জীবন কাটাইতেন। মদীনায় গিয়া বাস করিবার জন্য যখন ঘর বানাইবার কথা হইল, তখন তিনি প্রথমে নিজ হাতে আল্লাহের জন্য নামাযের ঘর বানাইলেন এবং তাহারই পাশে নিজের কামরা মাটি দিয়া তৈরী করিলেন। তিনি খেজুর পাতার চাটাইতে শুইতেন, নিজের হাতে কাপড়ে ও জুতায় তালি বসাইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, দুধ দুহিতেন, অতিথির সেবা করিতেন। সমাজের তিনি ছিলেন নেতা। যুদ্ধে তিনি হইতেন সেনাপতি। নামাযে তিনি হইতেন ইমাম। আল্লাহের উপাসনা ও ধর্ম প্রচার তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য ছিল।

মুমিন ও কাফিরের প্রভেদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ধর্মবিশ্বাসী (মুমিনের) দৃষ্টান্ত শস্যের ন্যায়, বাতাস তাহাকে নাড়ায় চাড়ায়, কখনও সে খাড়া থাকে, কখনও সে নুইয়া পড়ে। আর নাস্তিকের (কাফিরের) দৃষ্টান্ত সনুবর গাছের ন্যায়, যে পর্যন্ত না উপড়াইয়া পড়ে, সকল সময় খাড়া থাকে।"

মদীনা নগরে হযরত মুহম্মদ (সা) ৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মে (১১ হিজরীর রবিউল আওওল মাসের ১লা) সোমবারে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মুখের শেষ কথা ছিল, "হে আল্লাহ্! সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।" তিনি দেহত্যাগের পূর্বেই সমস্ত আরববাসীকে এক ধর্মে দীক্ষিত করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ বংশের লোকদের বলিয়া গিয়াছেন যে, কুরাইশরা আরবের অন্যান্য বংশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ দাবী যেন না করেন। আবার নতুন আরব জাতিকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা অন্য জাতিদের থেকে শ্রেষ্ঠ এই কথা যেন মনে না করে। কুরআনের বাণী হইতেছে, "সত্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহের নিকট সেই অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক ধার্মিক।" তিনি পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের এবং মনিব ও দাস-দাসীর জন্য সমান সুযোগ ও অধিকারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহকাল ও পরকালের জন্য যাহা মঙ্গলজনক তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

হযরতের মদীনায় প্রস্থান

যাহারা আঁধারে বাস করে, তাহাদের উপর হঠাৎ তীব্র আলোক আসিয়া পড়িলে, তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাই যখন বহু যুগের অধর্মের অন্ধকার ভেদ করিয়া ইসরামের সূর্য আরবে দেখা দিল, বিধর্মীরা তাহা সহ্য করিতে পারিল না। মক্কার পাষণ্ডেরা হযরত মুহম্মদ (সা) এবং তাঁহার শিষ্যগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। মুসলমানগণের অপরাধ—তাঁহারা গাছ পাথরের পূজা ছাড়িয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করিতেছিলেন, তাঁহারা পাপ-পথ ছাড়িয়া পুণ্যপথে চলিতেছিলেন। হযরতের অপরাধ—তিনি লোকদিগকে সত্যের দিকে ও ধর্মের দিকে আহ্বান করিতেছিলেন। মক্কায় থাকা মুসলমানদের অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞানুসারে হযরত স্বীয় সহচরদিগকে একে একে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় গমন করিতে বলিলেন। মক্কা হইতে মদীনা বহু দূরে উত্তর দিকে। মুসলমানগণ সেখানে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিলেন। শেষে হযরত আল্লাহের আদেশ পাইয়া স্বয়ং মদীনায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

মক্কার বিধর্মীরা হযরতকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিল। একদল লোক সেই উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে তাহার বাড়ি ঘেরিয়া রহিল। হযরত বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। আল্লাহের ইচ্ছায় তাহারা কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

তারপর তিনি হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে লইয়া মক্কার দক্ষিণে সূর পর্বতের গর্তে আশ্রয় লইলেন। আল্লাহ তা'আলার কি অপূর্ব মহিমা! মাকড়সা আসিয়া সেই গর্তের মুখে জাল পাতিল এবং পায়রা গর্তের কিনারায় ডিম পাড়িল।

পরদিন সকালে হযরতের মক্কা ত্যাগের কথা চরিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কাফেরেরা ঘোষণা করিয়া দিল যে, যে হযরতকে ধরিয়া দিতে পারিবে বা তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে এক শত উষ্ট্র পারিতোষিক দেওয়া হইবে। তাঁহার সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল। একজন পায়ের চিহ্ন ধরিয়া, হযরত যে গুহায় লুকাইয়াছিলেন তাহার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। গর্তের মুখে মাকড়সার জাল ও পাশে পায়রার ডিম দেখিয়া কেহই গর্তে যায় নাই মনে করিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "তাইত, গর্তে কেহই যায় নাই। তবে কি আকাশে উড়িয়া গিয়াছে! এর পর ত আর কোন পায়ের চিহ্ন দেখা যায় না।" গুহার ভিতরে থাকিয়া মহাত্মা আবু বকর

শত্রুর কথা শুনিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি হযরতের কানে কানে বলিলেন, "হায়! আমরা মারা পড়িলাম!" হযরত শান্তভাবে বলিলেন, "ভাবনা কি আল্লাহ আমাদের সহিত আছেন।" কিছুক্ষণ পরে শত্রু হতাশ হইয়া চলিয়া গেল।

প্রথম রাত্রি হযরত মুহম্মদ (সা) আবু বকর (রা)-এর উরুতে মাথা দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখে আবু বকরের চোখের পানি পড়ায় তিনি জাগিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, গুহার ছিদ্রের মধ্যে সাপ ও বিছা আছে দেখিয়া, হযরত আবু বকর পরিধানের সামান্য কাপড় বাদ দিয়া, বাকী কাপড় ছিঁড়িয়া ছিদ্র বন্ধ কয়িাছিলেন। একটি মাত্র ছিদ্র অবশিষ্ট ছিল। তাহার মুখ তিনি পদতল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। এক সাপ সেই গর্তে ছিল। উহা তাঁহাকে কামড়াইয়া দিয়াছে। হযরত বলিলেন, "আবু বকর! তুমি পা সরাইয়া লও। ঐ সাপ আমাকে দেখিতে চায়, তুমি বাধা দিয়াছ, তাই সে রাগ করিয়া তোমাকে দংশন করিয়াছে।" হযরতের কথায় মহাত্মা আবু বকর পা সরাইয়া লইলেন। সাপ গর্ত হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

তাঁহারা তিন দিন গুহায় ছিলেন। হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা রাত্রিকালে গোপনে তাঁহাদিগকে খাবার দিয়া যাইতেন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুইজনে গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। সুরাকা নামে এক বিধর্মী বীর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বর্শা উঁচু করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া হযরতকে আক্রমণ করিতে আসিল। আবু বকর বলিয়া উঠিলেন, "হায়! আমরা মারা পড়িলাম!" হযরত বলিলেন, "ভয় কি? আল্লাহ্ আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

দেখিতে দেখিতে সুরাকা কাছে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সুরাকার ঘোড়ার পা বালু মাটিতে বসিয়া গেল। সে কিছুতেই ঘোড়াকে উঠাইতে পারিল না। তখন সে ভীত হইয়া হযরতের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। হযরত তখনই তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সে অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া গেল।

ইহার পর তাঁহারা পথে এক বৃদ্ধার বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সেখানে তাঁহারা পানের জন্য কিছু দুগ্ধ চাহিলেন। বুড়ী আক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমার কয়েকটি দোয়া ছাগল ছিল। না খাইতে পাইয়া তাহাদের বাঁটে আর দুধ নাই।" হযরত বুড়ীর অনুমতি লইয়া একটি বকরী দুহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পবিত্র অঙ্গুলী-স্পর্শে ছাগলের স্তনে দুধের ফোয়ারা ছুটিল। হযরত কয়েকটি ভাঁড় দুধে বোঝাই করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া দুগ্ধ পান করিলেন এবং অবশিষ্ট সেই বুড়ীকে দিলেন।

তারপর তাঁহারা ক্রমাগত চলিয়া মদীনায় উপস্থিত হইলেন। মদীনার লোকেরা হযরতকে দেখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। হযরত তাঁহাদের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন, "আমি জীবনে মরণে মদীনা ছাড়িয়া অন্য স্থানে থাকিব না।" বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। যখন মক্কা শরীফ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তখনও হযরত মক্কায়

না থাকিয়া মদীনাতেই থাকা পছন্দ্ করিলেন। মদীনাতেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন এবং মদীনাতেই এখনও তাঁহার রওযা মুবারক বা পবিত্র সমাধি-স্থান রহিয়াছে। হাজীগণ মক্কা শরীফে হজ্জ শেষ করিয়া মদীনায় গিয়া হযরতের রওযা (সমাধি-স্থান) দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি যে মাটির দেওয়াল আর খেঁজুর পাতার ছাওনী দেওয়া মসজিদ স্থাপন করেন, সেই মসজিদ সংলগ্ন তাঁহার পর্ণকুটিরই ছিল তাঁহার হুজরা এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। আজ সেই মসজিদ বিশ্বের অন্যতম সুন্দর এবং বিখ্যাত মসজিদে নবভী নামে পরিচিত।

হযরতের মদীনা প্রস্থানকে তাঁহার হিজরত বলা হয়। এই হিজরত হইতে হিজরী সন গোণা হয়। আক্‌বর বাদ্‌শাহ্ এই হিজরী সনকে সৌর বৎসরে পরিণত করেন। তাহাই আমাদের বাংলা সন।

হযরতের অন্তিম কাল

হিজরী ১১ সনের সফর মাসের ১৮ই তারিখ বুধবার হযরতের পীড়ার সূত্রপাত হইল। শিরোবেদনাসহ প্রবল জ্বর দেখা দিল। সেই জ্বর উপশম হইল না।

২০ শে সফর শুক্রবার তিনি 'আলী ও 'আব্বাস (রা)-এর স্কন্ধে ভর দিয়া জুমু'আর নামাযে যোগ দিবার জন্য মসজিদে আসিলেন। এই তাঁহার শেষ জুমু'আ। নামায শেষে তিনি বলিলেন, "হে মুসলমানগণ! যদি আমি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকি, এই উপস্থিত আছি, প্রতিশোধ লও। যদি আমি কাহারও নিকট কিছু ধারি, তবে আমার যথাসর্বস্ব দিয়া তাহা পরিশোধ করিব।"

এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল, "আপনি অমুক সময়ে এক ভিক্ষুককে দিবার জন্য আমার নিকট হইতে তিন দিরহাম কর্জ লইয়াছিলেন, তাহা এখনও পরিশোধ করেন নাই।" হযরত তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করিয়া বলিলেন, "পরলোকে লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা ইহলোকে লজ্জিত হওয়া ভাল।" তারপর তিনি সমবেত লোকদিগের উপর আল্লাহ্ তা'আলার শান্তি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

২৫শে সফর বুধবার তাঁহার আদেশক্রমে সাত মোশক পানি হযরত 'আইশাহ্ (রা) তাঁহাকে গোসল দেন। তাহাতে তিনি একটু সুস্থ বোধ করেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং মসজিদে আসিয়া মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহ্ তাঁহার এক দাসকে দুই বিষয়ের অধিকার দিয়াছিলেন— হয় সে পৃথিবীর ধন-সম্পদ লউক কিংবা আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা লউক, সেই দাস আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহাই পছন্দ করিল।"

এই কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রা) বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত নিজের মহাপ্রস্থানের বিষয় বলিতেছেন। তিনি বারংবার "আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবানী হউক" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে তাঁহার রোদনের অর্থ না বুঝিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনি অনর্থক কাঁদেন কেন?"

হযরত তখন আবু বকরকে সান্ত্বনা দিয়া লোকদিগকে বলিলেন, "নিশ্চয় আমার প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যে আবু বকর তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে আবু বকরকেই করিতাম: কিন্তু ইসলাম আমাদের সকলের মধ্যে দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছে।"

এই বুধবার হযরত (সা) পীড়া হইতে কিছু শান্তিলাভ করেন। এই বুধবার দিন তাঁহার জীবনের শেষ বুধবার। এইজন্য ইহাকে আখেরী চাহার শুম্বা (শেষ বুধবার) বলা হয়।

সেই দিন তিনি 'ইশার নামাযের সময় তিনবার মসজিদে যাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনবারেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি হযরত আবু বকরকে জমা'আতের ইমাম হইবার আদেশ দিলেন। আবু বকর নামাযের আসনের উপর দাঁড়াইলে সকলেই হযরতের অদর্শনে কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রন্দনধ্বনি হযরতের কর্ণগোচর হইল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; অতিকষ্টে মসজিদে আসিলেন এবং আবু বকরের বাম ধারে বসিয়া ইমাম হইয়া নামায সম্পন্ন করিলেন।

প্রার্থনা অন্তে তিনি বলিলেন, "মুসলমানগণ! আমি তোমাদিগকে আল্লাহের নিকট সঁপিয়া দিলাম। আল্লাহের আশ্রয়, রক্ষা এবং সাহায্যের উপর তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি। আল্লাহ তোমাদের উপর রক্ষক রহিলেন। তোমাদিগের ধর্মভীরুতা ও আনুগত্য তিনি দেখিবেন। এক্ষণে আমি পৃথিবী ছাড়িয়া প্রস্থান করিতেছি।"

২৬শে সফর বৃহস্পতিবার যুহরের নামাযের পর হযরত শিষ্যদিগকে তিনটি বিষয়ের আদেশ দিলেন, "তোমরা আরব হইতে অংশিবাদীদিগকে দূর করিবে; তোমরা বিদেশী দূতগণকে সেইরূপ সমাদর করিবে, যেরূপ আমি করিতাম এবং তোমরা আমার কবরকে পূজা করিবে না। সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পত, যাহারা পয়গম্বরদিগের কবরকে মসজিদ করিয়া থাকে। দেখ, আমি তোমাদিগকে ইহা নিষেধ করিতেছি। দেখ, আমি তোমাদিগকে সংবাদ পৌঁছাইলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাক্ষী।"

বৃহস্পতিবার গতে সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযে তিনি সূরা মুর্সালাত পাঠ করেন এবং ইমামতি করেন। এই তাঁহার শেষ ইমামতি। সেই রাত্রে 'ইশার নামাযে হযরত আবু বকর (রা) ইমামতি করেন। এই সময় হইতে ওফাত পর্যন্ত ১৭ ওয়াক্তের নামাযে হযরত আবু বকরই ইমামতি করেন।

২৮শে সফর শনিবার দিন হযরতের পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া হযরতের পত্নী বিবি উম্মে সালমা (রা) কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "চুপ! অবিশ্বাসী ব্যতীত কেহ এরূপে কাঁদে না।" হযরত 'উমর (রা) তাঁহার ললাটদেশে হস্ত দিয়া প্রবল উষ্ণতা দেখিয়া হস্ত সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার জ্বরের উত্তাপ কত প্রবল!" তিনি বলিলেন, 'হাঁ , কিন্তু সমস্ত রাত্রি আমি আল্লাহর প্রশংসা জপ করিয়াছি ও সাতটি বড় সূরাহ (অধ্যায়) সমেত কুরআনের ৭০টি সূরা আবৃত্তি কয়িছি।" 'উমর উত্তর করিলেন, "আল্লাহ্, আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়াছেন। তবে কেন আপনি শান্ত হৃদয়ে বিশ্রাম করেন না!" হযরত বলিলেন, "না; আমি কি তাঁহার কৃতজ্ঞ দাস হইব না?"

হযরতের নিকট ছয়টি সোনার মোহর ছিল। মৃত্যুর পূর্ব দিন হযরত বিবি 'আইশাহ্কে তাহা দান করিতে বলিলেন। তৎপরে হযরত অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান সঞ্চার হইলে মোহর কয়টি

দান করা হইয়াছে কি না তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখনও দান করা হয় নাই শুনিয়া, তিনি স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিজ হস্তে দান করিলেন। তৎপরে শয়ন করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে শান্তি পাইলাম। এই স্বর্ণ আমার নিকট থাকা অবস্থায় আমার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ আমার উপযুক্ত হইত না।" গৃহে যাহা কিছু সামান্য টাকাকড়ি ছিল, সমস্তই তিনি বিলাইয়া দিলেন। সেই দিন রাত্রে তাঁহার গৃহে জ্বালাইবার জন্য তৈল পর্যন্ত ছিল না। হযরত 'আইশাহ সিদ্দীকা এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে কিছু তৈল ধার করিয়া আনেন। হযরতের চাদর এক ইহুদীর নিকট কিছু যবের বদলে বন্ধক ছিল। তাহা হযরতের জীবিত সময়ে আর ছাড়ান হয় নাই।

২৯শে সফর রবিবার হযরতকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঔষধ পান করান হয়। তাহার কোনও ফল হইল না। ১লা রবি'উল আওয়াল সোমবার দিবস প্রাতঃকালে হযরত নিজ কামরার দ্বারদেশ হইতে পরদা সরাইয়া দিলেন। মসজিদে মুসলমানগণ নামায পড়িতেছিলেন। সে দিকে তিনি এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার রোগক্লিষ্ট মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি দেখা দিল। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। ভক্তগণ তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসে আর কি! তিনি ইঙ্গিত দ্বারা নিষেধ করিলেন। তৎপরে তিনি অতিকষ্টে ফযল বিন্ আব্বাসের স্কন্ধে ভর দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি আস্তে আস্তে বলিতেছিলেন, "প্রভু নামাযকে আমার চোখের পুতলি করিয়াছেন।" তৎপরে তিনি আবু বকরের নেতৃত্বে নামায সমাধা করিলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকা'আত নামাযে যোগ দিয়াছিলেন।

নামায সমাপন অন্তে হযরত মসজিদের উঠানে বসিয়া ভাবগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয় কেহ আমাকে কোনও বিষয়ে দোষ দিতে পারিবে না। আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমি হালাল করি নাই: তিনি যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমি হারাম করি নাই।" কিছুক্ষণ পরে তিনি স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হে ফাতিমাহ্ আমার কন্যা! হে সফীয়াহ্ আমার ফুফু! যাহাতে আল্লাহের নিকট তোমরা গৃহীত হইতে পার, তজ্জন্য সাধনা কর। নিশ্চয় তোমাদিগকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিতে আমার কোনও শক্তি নাই।" এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় শয়নকক্ষে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর আর দ্বিতীয় নামাযের সময় হয় নাই।

মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানের সময় নিকটবর্তী হইল। মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাঁহার শিয়রে একটি পানিপূর্ণ পাত্র রাখা হইয়াছিল। হযরত তাহাতে আপনার হাত ডুবাইয়া বারংবার আপনার মুখের উপর ফিরাইতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল কখন লোহিত বর্ণ, কখন পীত বর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কন্যা ফাতিমাহ্ (রা) তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহাকে কাঁদিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হোসায়নকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাদিগকে চুম্বন করিলেন। তৎপরে পত্নীদিগকে আহ্বান করিয়া উপদেশ দিলেন। পরে তিনি হযরত 'আলীকে ডাকিলেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "দাস-দাসী সম্বন্ধে

আল্লাহকে স্মরণ করিও। তাহাদিগকে ভাল খাওয়াইবে, তাহাদের সহিত সকল সময়ে নম্র ব্যবহার করিবে।" পরে বলিলেন, "তুমি খুব সহিষ্ণু ও বীর থাকিবে।"

হযরত 'আলী চলিয়া গেলে 'আইশাহ সিদ্দীকার বক্ষোদেশে তিনি মস্তক রাখিলেন। তৎপরে বলিয়া উঠিলেন— "আস্‌সালাত আস্‌সালাত ওমা মালাকাত্ আয়মানুকুম্—নামায নামায এবং তোমাদের অধীন যাহারা—(এই সকলকে রক্ষা করিবে)।" পুনর্বার ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া হাত উঠাইয়া তিনবার বলিলেন, "আল্লাহুম্মা রফীকল আ'লা —হে আল্লাহ! হে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু!" তৎপরে তাঁহার হাত নামিয়া পড়িল, তাঁহার করুণ আঁখি চিরতরে স্থির হইয়া গেল।

এইরূপে হিজরীর একাদশ বৎসরের রবি'উল আউয়াল মাসের ১লা তারিখ (৬৩২ খ্রীঃ অঃ ২৭শে মে) সোমবার বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে ৬৩ বছর বয়সে মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা) পৃথিবী হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই কাছে ফিরিয়া যাইব)।"

হযরত ও ক্ষমা

হযরত পয়গম্বর সাহেব (সা) সমস্ত জীবের জন্য দয়াময়। কিন্তু কাফেরেরা মুসলমানদিগকে দেখিলেই হত্যা করে, তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুট করিয়া লয়। এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে থাকে। তাই হযরতকে বাধ্য হইয়া মুসলমানদের রক্ষার জন্য অনেক সময় জিহাদ করিতে হয়।

যুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিতে এবং শত্রুকে তিনি প্রথমে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মল্লযুদ্ধে যে বীর, সে বীর নয়। বীর সেই যে ক্রোধের সময় নিজকে দমন করে।" কাফিরের উপর উৎপীড়ন করিতেও তিনি নিষেধ করিয়াছেন এই বলিয়া—"উৎপীড়িতের প্রার্থনা হইতে সাবধান! যদিও সে নাস্তিক (কাফির) হয়।"

একবার এক যুদ্ধের সময়, হযরত একাকী এক বৃক্ষের তলে শুইয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর নবী; তাঁহার ভয় কি? কাজেই তিনি নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ এক বিকট চিৎকারে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, এক বিধর্মী তরবারি ঘুরাইতে গুরাইতে চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "রে মুহম্মদ! কে তোকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে?"

হযরত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা।" আল্লাহর নাম শুনিয়া শত্রুর মনে এমন এক ভয়ের সঞ্চার হইল যে, তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল।

অমনি হযরত তরবারি উঠাইয়া লইয়া তাহাকে বলিলেন, "এখন কে তোমাকে রক্ষা করে?"

সে বলিয়া উঠিল, "হায়! কেহই নাই!"

হযরত বলিলেন, "ওরে পাষণ্ড! তুই দেখলি না কে আমাকে তোর হাত হইতে রক্ষা করিল? যা, দয়ালু হইতে শিক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি তাহার তরবারি ফিরাইয়া দিলেন। পরবর্তী কালে সে হযরতের একজন প্রধান ভক্ত হইয়াছিলেন।

হযরত ও দয়া

আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম— যাহার বাংলা অর্থ শান্তি। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) প্রথমে এই ধর্ম প্রচার করেন। সকলের শেষে আরবদেশে হযরত মুহাম্মদ (সা) এই দীন-ইসলাম জারি করেন। তিনি একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শেষ পয়গম্বর। তাঁহার জন্মের সময় পশু-পক্ষী গাছ পাথর সব তাঁকে সালাম জানাইয়াছিল। তাঁহার অসংখ্য হাদীসে তিনি শুধু মানুষের সাথে মানুষের আচার ব্যবহারের কথাই বলেন নাই, পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ মাটি পাথর এই সবের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার অনেক কথাও আছে। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না।"

এক সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) কোনও জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ এক হরিণের ডাক তাঁহার কানে পৌঁছিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, একটি হরিণী বাঁধা রহিয়াছে এবং তাহার কাছে এক শিকারী ঘুমাইতেছে। হযরত (সা) বুঝিলেন যে, হরিণীর ছানা আছে, তাই সে তাহাদের জন্য কাতর হাইয়া ডাকিতেছে। হযরত (সা) তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে খুলিয়া দিলেন। সে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ছানাগুলিকে দুধ খাওয়াইয়া হরিণী ফিরিয়া আসিল। হযরত তাহাকে পূর্বের ন্যায় বাঁধিয়া রাখিলেন। মালিকের বিনা হুকুমে তিনি ত আর হরিণীকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাই তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই ব্যক্তি জাগিয়া উঠিলে, হযরত তাহাকে হরিণীটি ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে তাঁহার কথায় হরিণীকে ছাড়িয়া দিল। হরিণী হযরতের দিকে চাহিয়া তাহার অস্ফুট ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে সানন্দে বনে চলিয়া গেল। এই দেখিয়া শিকারী মুসলমান হইল।

তিনি অবোলা জন্তুদের প্রতি সমস্ত জীবন কোমল ব্যবহার করিয়াছেন। বাল্যকালেই তিনি তার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার এক শিষ্য কতকগুলি পাখীর বাচ্চাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের ধাড়ী পাখীটা সেখানে উড়িয়া উড়িয়া করুণ চীৎকার করিতেছিল। হযরত শিষ্যকে পাখীগুলিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। আর বলিলেন, "এই পাখীদের মার তার বাচ্চাদের জন্য যত দরদ, আল্লাহ তা'আয়ালার দরদ তাঁর জীবদের জন্য তারও বেশি।"

হযরতের বলা একটি গল্প

মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদ (তাঁহার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত হোউক) অনেক সময় শিষ্যদিগকে সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতেন। কিছুকাল পর্যন্ত তাহার উপদেশ বাক্য লোকের মুখে মুখে ছিল। তারপর এই সমস্ত বাক্য লেখা হয়। এইগুলিকে হাদীস বলে। কুরআনের নীচেই হাদীসের স্থান। তোমাদিগকে হাদীস হইতে একটি গল্প শুনাইতেছি।

সেকালে ইহুদী বংশে তিনটি লোক ছিল— একজনের সর্বাঙ্গে ধবল, একজনের মাথায় টাক, আর একজনের দুই চোখ অন্ধ। আল্লাহ তাহাদের পরীক্ষার জন্য তাহাদের কাছে এক ফেরেশতা পাঠাইলেন। তোমরা হয়ত বলিবে ফেরেশতা আবার কি? ফেরেশতারা হইলেন আল্লাহর দূত। তাঁহারা নূরের (জ্যোতিতে) তৈয়ারী। অমনি কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। আল্লাহর হুকুমে তাঁহারা সকল কাজ করিয়া থাকেন। ইংরেজীতে ইহাদিগকে এঞ্জেল (angel) বলে। বাংলায় স্বর্গীয় দূত বলা যাইতে পারে।

ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরিয়া প্রথমে ধবল রোগীর নিকটে আসিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, "কি তুমি সবচেয়ে ভালবাস?"

ধবল রোগী বলিল, "আহা! আমার গায়ের রং যদি ভাল হয়! আমার চামড়া যদি ভাল হয়। সকলে যে আমাকে বড় ঘৃণা করে।"

স্বর্গীয় দূত তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার রোগ সারিয়া গেল। তাহার গায়ের চামড়া ভাল হইল।

তারপর আল্লাহ্র দূত তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি চাও?" সে বলিল, "আমি উট চাই।"

দূত তাহাকে একটা গাভিন উট দিয়া বলিলেন, "এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।"

তারপর সেই ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গিয়া বলিলেন— "কি তুমি সবচেয়ে ভালবাস?"

সে বলল, "আহা! আমার এই রোগ যদি সারিয়া যায়? যদি আমার মাথায় চুল ওঠে!"

আল্লাহর দূত তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার টাক সারিয়া গেল। তাহার মাথায় চুল গজাইল।

দূত পুনরায় বলিলেন, "এখন তুমি কি চাও?"

সে বলিল, "গাই"।

তিনি তাহাকে একটি গাভিন গাই দিয়া বলিলেন, "এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।"

তারপর স্বর্গীয় দূত অন্ধের কাছে গেলেন। গিয়া বলিলেন, "কি তুমি সবচেয়ে ভালবাস?"

সে বলিল, "আল্লাহ আমার চোখ ভাল করিয়া দিন। আমি যেন লোকের মুখ দেখিতে পাই।"

দূত তাহার চোখে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার চোখ ভাল হইয়া গেল। তারপর তিনি তাহাকে বলিলেন, "এখন তুমি কি চাও?" সে বলিল, "আমি ছাগল চাই।"

স্বর্গীয় দূত তাহাকে একটি গাভিন ছাগল দিয়া বলিলেন, "এই লও। ইহাতে তোমাদের ভাগ্য খুলিবে।"

তারপর উটের বাচ্চা হইল, গাইয়ের বাছুর হইল, ছাগলের ছানা হইল। এই রকম করিয়া উটে, গাইয়ে, ছাগলে তাহাদের মাঠ বোঝাই হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে আবার সেই ফেরেশতা পূর্বের মতো মানুষের রূপ ধরিয়া সেই যে আগে ধবল রোগী ছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে গিয়া তিনি বলিলেন, "আমি এক গরীব বিদেশী। বিদেশে আসিয়া আমার পুঁজি সব ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহ্র দয়া ছাড়া আমার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই।

যিনি তোমাকে সুন্দর গায়ের রং দিয়াছেন, সুন্দর চামড়া দিয়াছেন, আর এত ধন-দৌলত দিয়াছেন, তাঁহার দোহাই দিয়া তোমার কাছে একটি উট চাহিতেছি।"

সে বলিল, "আমার অনেক দায়; কি করিয়া দিই?"

স্বর্গীয় দূত বলিলেন, "ওহে! আমি যেন তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। তুমি না ধবল রোগী ছিলে, আর সকলে তোমাকে ঘৃণা করিত? তুমি না গরীব ছিলে, পরে আল্লাহ্ তোমাকে ধন-দৌলত দিয়াছেন?"

সে বলিল, "না, তা কেন? এসব ত আমার বরাবরই আছে।"

দূত বলিলেন, "আচ্ছা, যদি তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক, তবে তুমি যেমন আগে ছিলে, আল্লাহ আবার তোমাকে তাহাই করিবেন।"

তারপর দূত পূর্বে যে টাকওয়ালা ছিল, তাহার কাছে গেলেন। সেকানে গিয়া আগের মতো একটি গাই চাহিলেন। সেও আগেকার ধবল রোগীর মতো তাঁহাকে কিছুই দিল না। তখন দূত বলিলেন, "আচ্ছা, যদি তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া থাক, তবে যেমন ছিলে আল্লাহ তোমাকে আবার তেমনি করিবেন।"

তারপর স্বর্গীয় দূত, পূর্বে যে অন্ধ ছিল তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "আমি এক গরীব বিদেশী। বিদেশে আমার সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহ্র দয়া ছাড়া আমার দেশে

পৌঁছিবার আর কোন উপায় নাই। যিনি তোমার চক্ষু ভাল করিয়া দিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া একটি ছাগল চাহিতেছি; যেন আমি সেই ছাগল বেচা টাকা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।"

তখন সে বলিল, 'হাঁ, ঠিক ত! আমি অন্ধ ছিলাম, পরে আল্লাহ্ আবার আমাকে দেখিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি গরীব ছিলাম, তিনি আমাকে আমীর করিয়াছেন, তুমি যাহা চাও লও। আল্লাহর কসম, আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে জিনিস লইতে তোমার মন চায় তাহা যদি তুমি না লও, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই ভাল লোক বলিব না।"

ফেরেশতা তখন বলিলেন, "বাস! তোমার জিনিস তোমারই থাক। তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। আল্লাহ্ তোমার উপর খুশী হইয়াছেন, আর তাহাদের উপর বেযার হইয়াছেন।

ছোটদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিতেন, "যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না আর আমাদের ছোটদের দয়া করে না সে আমাদের মধ্যে নয়।"

তিনি ছোটদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন, "নিশ্চয় ইহারা আল্লাহর ফুলের মধ্যে গণ্য।" কোনও ছেলেমেয়েকে তাঁহার নিকট আনিলে, তিনি তাহাকে চুমা দিতেন। একবার তিনি নাতি হাসানকে চুমা দিতেছিলেন। এক সাহাবী (শিষ্য) সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার দশটি সন্তান আছে। আমি কখনও তাহাদিগকে চুমা দেই না।" রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন; পরে বলিলেন, "যে দয়া করে না, সে (আল্লাহর) দয়া পায় না।"

তিনি এক সময় ছেলের দলের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে সালাম করিলেন।

মদীনার এক ঈদের দিনের ঘটনা।

নামায শেষে রসূলুল্লাহ (সা) অন্য সকলের মতো ঘরে ফিরিতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজর মাঠের ধারে একটি রোগা ছেলের উপরে পড়িল। সে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতেছিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া নরম সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" সে হেট মাথায় তাহার অবস্থা বলিল, যিহাদে তাহার আব্বা শহীদ হইয়াছেন। তাহার আম্মার অন্য স্থানে নিকাহ্ হইয়াছে। তাহার সৎ বাপ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার থাকিবার ঠাঁই নাই, পরনের কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই।

তাহার কথায় দরদী রসূলুল্লাহের চোখে পানি ভরিয়া আসিল। তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "আমারও তো ছোট বেলায় মা বাপ মারা গিয়াছেন।" এখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল। হযরতকে চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল। হযরত (সা) বলিলেন, "আচ্ছা, যদি আমি তোমার আব্বা হই, 'আইশা তোমার আম্মা হন আর ফাতিমা তোমার বুবু হয়, তবে তুমি খুশী হইবে?" ছেলেটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ।"

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। তিনি বিবি 'আইশাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই লও, তোমার একটি ছেলে আনিয়াছি।"

বিবি 'আইশা তাহাকে গোসল দিয়া ভাল কাপড় চোপড় পরাইয়া পেট ভরিয়া খাইতে দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "যাও, তুমি ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিয়া এস।" সে খুশীতে ভূষিত হইয়া ছেলেদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিল।

ছেলের দল তাহার ভাল কাপড় চোপড় দেখিয়া তাহাকে ঘিরিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেসব খুলিয়া বলিল। তখন তাহারা বলিয়া উঠিল, "আমাদের আব্বা সব মারা গেলে, কি মজাই না হইত।"

আর একটি আনন্দের ঈদে হযরত 'আইশা সিদ্দিকার গৃহে দুইটি ক্ষুদ্র বালিকা দায়েরা বাজাইতেছিল এবং বোয়াসের যুদ্ধে আনসারীগণ যে সকল বীরত্বসূচক কবিতা পড়িয়াছিলেন তাহা গাইতেছিল, সেই গৃহে হযরত কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া শুইয়াছিলেন। অবোধ বালিকাদের আমোদ আহলাদে বাধা দেওয়া তিনি উচিত মনে করেন নাই। এমন সময় হযরত আবু বকর সেই স্থানে আসিয়া বালিকাদিগকে ধমকাইতে লাগিলেন। প্রেরিত মহাপুরুষ মুখ হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন— "ইহাদিগকে কিছু বলিও না, আজ ঈদের দিন।"

হাদীস আলাপন

(১)

"আব্দুল্লাহ ইব্ন্ 'উমর (রা) বলেন—একটি লোক আল্লাহর নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রসূলুল্লাহ্, কতবার চাকরকে মাফ করব?" তিনি চুপ করে রইলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে; কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। সে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে। তখন তিনি বললেন, "রোজ সত্তুর বার।"

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

(২)

'আব্দুর রহ্মান ইব্ন্ আবী কুবাদ (রা) বলেন— একদিন আল্লাহর নবী (সা) ওযু করছিলেন। শিষ্যেরা ওযু করা পানি গায়ে মাখছিলেন। নবী (সা) বললেন, "তোমরা কি জন্য এমন করছ?"

তাঁরা বললেন, "আল্লাহ্ আর তাঁর রসূলের (সা) ভালবাসার জন্য।"

নবী (সা) বললেন, "যে চায় যে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে কিংবা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসুক, তার উচিত যে যখন সে কথা বলে, যেন সত্য বলে; যখন কেউ তার কাছে আমানত রাখে, যেন সে তা আদায় করে, আর যেন সে তার পাড়া-পড়শীর ভাল করে।"

(বায়হকী)

(৩)

আনস (রা) বলেন— নবী (সা) বলছিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে গরীবভাবে বাঁচতে দাও, গরীবভাবে মরতে দাও আর কিয়ামতে (পরকালে) গরীবদের দলে উঠিয়ো।"

বিবি 'আইশা (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ কি জন্যে?"

তিনি বললেন, "গরীবেরা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে। হে 'আইশা! গরীবকে ফিরিয়ে দিয়ো না, না হয় একটি খেজুরও দিয়ো। হে 'আইশা! গরীবকে ভালবেসো আর তাদের কাছে আসতে দিয়ো, তা হইলে আল্লাহ্ও কেয়ামতে (পরলোকে) তোমার কাছে হবেন।"

(তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)

(৪)

আনস (রা) বলেন— রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমার (মুসলমান) ভাইকে সাহয্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক।"

একটি লোক বললে, "ইয়া রসূলুল্লাহ! অত্যাচারী হলে আমি কিরূপে তার সাহায্য করি?"

তিনি বললেন, "তাকে অত্যাচার থেকে রোখো, তাহলে তার সাহায্য করা হবে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

(৫)

আবু মস্'উদ আনসারী (রা) বলেন— এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললে, "আমার উট চড়বার অযোগ্য; আমাকে চড়বার একটি উট দিন।" তিনি বললেন, "আমার কাছে নেই।"

তখন একজন বললে, "ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি ওকে একটি লোক দেখিয়ে দিব যে ওকে চড়বার উট দিবে।" রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যে ব্যক্তি কোনও ভাল কাজ দেখিয়ে দেয়, সে ঐ কাজ যে করে, তার সমান পুরস্কার পায়।" (মুসলিম)

(৬)

আনস (রা) বলেন—এক আন্সার নবীর (সা) কাছে এসে কিছু চাইলে। তিনি বললেন, "তোমার ঘরে কি কিছু নেই?"

সে বললে, "হ্যাঁ, একটা কম্বল আছে, খানিকটা গায়ে দিই আর খানিকটা বিছাই। আর একটি বাটি আছে, তাতে আমরা পানি খাই।" তিনি বললেন, "সেই দুটো নিয়ে এস।"

সে সে দুটো নিয়ে এল। তখন রসূলুল্লাহ তা হাতে করে নিয়ে বললেন, "কে এ দুটোকে কিনবে?"

একজন বললে, "আমি এক দিরহাম দাম দিয়ে দুটো নিব।" "কে এক দিরহামের বেশি দিবে?" তিনি দু'বার কি তিনবার বললেন। একজন বললে, "আমি দুই দিরহাম দিয়ে নিব।" তিনি তাকে সে দুটো দিয়ে দু দিরহাম হাতে করে নিলেন। আনসারীকে সেই দু' দিরহাম দিয়ে বললেন, "একটি দিয়ে কিছু খাবার কিনে বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। আর একটি দিয়ে একটা কুড়ুল কিনে আমার কাছে এস।"

সে কুড়ুল নিয়ে তাঁর কাছে এল। তখন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের হাতে তাতে কাঠের ডাণ্ডা লাগিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, কাঠ কাট আর বেচ। আমি যেন ১৫ দিন তোমাকে আর না দেখি।"

সে চলে গেল আর কাঠ কাটতে ও বেচতে লাগল। এক দিন সে তাঁর কাছে এল। তখন সে দশ দিরহাম রোজগার করেছে, আর তার কিছু দিয়ে সে একখানা কাপড় কিনেছে, আর কিছু দিয়ে খাবার জিনিস কিনেছে।

তখন রসূলুল্লাহ্ বললেন, “এ তোমার পক্ষে তার চেয়ে ভাল যে তুমি ভিক্ষা করতে আর তার জন্যে কেয়ামতে (পরকালে) তোমার মুখে দাগ পড়ত। ভিক্ষা কেবল তিন জনের জন্যে উপযুক্ত— যে দারুণ কাঙ্গাল, যে কঠিন দেনাদার আর যে গুরুতর হত্যামূল্য দিতে দায়ী।” (আবু দাউদ এবং ইব্‌ন মাজা)

(৭)

আবু সাঈদ (রা) বলেন— আমরা দজ্জাল সম্বন্ধে আলাপ করছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে আমাদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, “দজ্জালের চেয়ে আমার কাছে যা বেশি ভয়ানক, আমি কি তার কথা তোমাদের বলব না?” আমরা বললাম, “হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ।” তিনি বললেন, “সেটা গুপ্ত শির্ক (অংশিবাদিতা)। সে এই যে, কোনও লোক নামায পড়তে দাঁড়িয়েছে, পরে সে কেবল লোককে দেখানোর জন্যে নামায লম্বা করলে।” (ইবনে মাজা)

(৮)

আনস (রা) বলেন—তিনজন লোক নবীর (সা) বিবিদের কাছে এসে নবী (সা)-এর ইবাদতের (ধর্মচর্যার) কথা জিজ্ঞেস করলে। এ বিষয়ে জানতে পেরে, তারা যেন তা অল্প মনে করলে। তখন তারা বলতে লাগল, “নবী (সা)-এর কাছে আমরা কোথায় লাগি? আল্লাহ্ তো তাঁর ভূত-ভবিষ্যৎ সকল পাপ ক্ষমা করেছেন।” একজন বললে, “এই আমি, আমিতো চিরকাল সমস্ত রাত ধরে নামায পড়ব।”

আর একজন বললে, “আমি চিরকাল রোযা রাখব, কখনও রোযা ভাঙব না।”

তৃতীয় জন বললে, “আমি মেয়েলোক থেকে আলগা থাকব। আমি কখন বিয়ে করব না।”

এমন সময় নবী (সা) তাদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, “তোমরা ঐ সব লোক না যারা এই এই কথা বলছিলে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় করি আর তাঁর জন্যে পাপ থেকে সাবধান থাকি। তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি এবং রোযা ভাঙি; রাত্রিতে নামায পড়ি এবং ঘুমাই, আর বিয়েও করেছি। যে ব্যক্তি আমার রীতিনীতি অপছন্দ করে, সে আমার উম্মত (অনুবর্তী) নয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

(৯)

সুফিয়ান ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ (রা) বলেন— আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার জন্যে আপনি যা যা ভয় করেন, সে সকলের মধ্যে সব চেয়ে ভয়ের জিনিস কি?” সুফিয়ান বলরেন, “রসূলুল্লাহ নিজের জিভ ধরে বললেন, এই।”

(তিরমিযী)

(১০)

আবু বক্‌র (রা) বলেন— আল্লাহর রসূল (সা) বলেছেন, "যখন দুজন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পরকে হামলা করে, তখন খুনী এবং যে খুন হয় উভয়েই জাহান্নামের আগুনে পড়ে।" আমি বললাম, "ও তো খুনী। কিন্তু যে খুন হয়, তার এ ব্যাপারখানা কেন?" হযরত (সা) বললেন, "কেননা সে তার সঙ্গীকে খুন করতে আগ্রহ করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

(১১)

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন— "আল্লাহর রসূল (সা) বলেছেন, "আল্লাহের কসম! সে মু'মিন (বিশ্বাসী) নয়; আল্লাহর কসম! সে মু'মিন নয়; আল্লাহের কসম! সে মুমিন নয়।"

বলা হল, "কে সে? হে আল্লাহর রসূল (সা)!" তিনি বললেন, "যার অনিষ্ট থেকে তার পাড়াপড়শী নিরাপদ নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

(১২)

আবূ উমামা (রা) বলেন— একটি লোক রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাস করলেন, "ঈমান (ধর্ম বিশ্বাস) কি?" তিনি বললেন, "যখন তোমার ভাল কাজ তোমাকে খুশী করে আর মন্দ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে, তখন তুমি মু'মিন।" সে বললে, "তবে পাপ কি?" তিনি বললেন, "তখন কোনও জিনিস তোমার মনে খোঁচায়, সেটা ছেড়ে দিয়ো।" (আহ্‌মদ)

(১৩)

মুআয ইবন জাবাল (রা) বলেন—যে তিনি নবীজীকে (সা) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শ্রেষ্ঠ ঈমান কি?"

তাতে তিনি বলেন, "এই যে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসবে আর আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করবে, আর তুমি আল্লাহর স্মরণে জিবকে রত রাখবে।" তিনি (শিষ্য) বললেন, "আর কি, হে আল্লাহর রসূল (সা)? তিনি উত্তর করলেন, "এই যে তুমি নিজের জন্য যা ভালবাস, তা অন্য লোকের জন্য ভালবাসবে, আর যা তুমি নিজের জন্য ঘৃণা কর, তা অন্য লোকের জন্য ঘৃণা করবে।" (আহ্‌মদ)

(১৪)

সফওয়ান ইব্‌ন সুলয়মান (রা) বলেন— কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে, "মু'মিন কি কাপুরুষ হতে পারে?" তিনি বললেন, "হাঁ।" পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "মু'মিন কি কৃপণ হতে পারে?" তিনি বললেন, "হাঁ।" জিজ্ঞাসা করা হল, "মু'মিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে?" তিনি বললেন, "না।" (মালিক)

(১৫)

আনস (রা) বলেন— রসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, "বৎস! যদি তুমি দিন রাত এমনভাবে কাটাতে পার যে তোমার মনে কারও সম্বন্ধে গ্লানি থাকবে না, তবে তাই করো।" তারপর তিনি বললেন, "বৎস! এ হল আমার একটি সুন্নত (রীতি); যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে, সে নিশ্চয় আমাকে ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার সঙ্গে বেহেশ্‌তে (স্বর্গে) থাকবে।"

(তিরমিযী)

(১৬)

মুআয ইব্‌ন জবল (রা) বলেন যে, যখন আল্লাহর রসূল (সা) তাঁকে ইয়ামনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "যখন কোনও ব্যাপার তোমার কাছে মীমাংসার জন্য আসবে, তখন তুমি কিভাবে মীমাংসা করবে?" তিনি উত্তর দেন, "আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে মীমাংসা করব।" হযরত (সা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি আল্লাহর কিতাবে তার কোনও মীমাংসা না পাও?"

তখন তিনি বলেন, "তবে আল্লাহর রসূল (সা)-এর সুন্নতের অনুযায়ী মীমাংসা করব।" হযরত (সা) বলেন, "যদি তুমি আল্লাহর সুন্নতে তা না পাও?" শিষ্য বললেন, "তবে আমি আমার বিচার বুদ্ধি (ইজতিহাদ) অনুযায়ী কাজ করব আর তাতে শৈথিল্য করব না।" তিনি বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বুক চাপড়ে বললেন, "আল্‌হামদু লিল্লাহ—সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাঁর দূতের দূতকে এমন জিনিস দিয়ে দিয়েছেন যা রসূলুল্লাহ (সা) পছন্দ করেন।"

(তিরমিযী এবং আবূ দাউদ)

(১৭)

আবু হুরায়রা বলেন— কেউ জিজ্ঞাসা করলে "হে আল্লাহর রসূল (সা)! কে সকলের চেয়ে বেশি সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বললে, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে পুনরায় বললে, "তারপর কে?" তিনি পুনরায় উত্তর দিলেন, "তোমার মা।" সে আবার বললেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাপ।"

(বুখারী ও মুসলিম)

(১৮)

হযরত 'উমর (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন— আল্লাহর রসূল (সা) বলেছেন, "মহাপাপের (কবীরা গোনার) মধ্যে একটি মা-বাপকে গালি দেওয়া।" লোকেরা বললে "হে

আল্লাহ্‌র রসূল! কোনও লোক কি কখন মা-বাপকে গালি দেয়?" তিনি বললেন, "হাঁ। যখন কেউ পরের মা-বাবপকে গালি দেয় আর সেও পাল্টা তার মা-বাপকে গালি দেয়, তখন সে তার মা-বাপকে গালি দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

(১৯)

হযরত 'উমর (রা)-এর পুত্র বলেন— একটি লোক নবীজী (সা) কাছে এসে বললে, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এক বড় পাপ (গোনা) কাজ করেছি। আমার কি কোনও তওবা (প্রায়শ্চিত্ত) আছে?"

হযরত বললেন, "তোমার মা আছেন?" সে বললে "না।" পুনরায় হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার খালা (মাসী) আছেন?" সে বললে, "হাঁ।" তিনি বললেন, "তুমি তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর।" (তিরমিযী)

(২০)

আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন— নবীজী (সা) বলেছেন, "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে সাবধান হও।" লোকেরা বললে, "আমাদের আর কোনও উপায় নেই। এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা। আমরা সেখানে পরস্পর আলাপ করি।" তিনি বললেন, "যখন তোমরা না বসে পার না, তখন রাস্তার হক আদায় করবে।" তারা বললে, "রাস্তার হক কি?" তিনি বললেন, "(হারাম দেখা থেকে) চোখ বন্ধ রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, ভাল কাজে হুকুম দেওয়া এবং খারাপ কাজে মানা করা।" (বুখারী)

হযরতের চার আসহাব

হযরত (সা) তাঁহার শিষ্যগণকে তাঁহাদের পিতা হইতে অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে সেইরূপ ভক্তি করিতেন। হযরতের শিষ্যগণকে হযরতের আসহাব বলে। আসহাবের মধ্যে চারিজন হযরতের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সর্বদা সব ব্যাপারে রসূলুল্লাহকে সাহায্য করিতে ইহারা প্রতিযোগিতা করিতেন। তাঁহাকে খুশী করিতে পারিলে নিজেরা ধন্য মনে করিতেন। রসূল-ভক্তিতে ইহারা আমাদের আদর্শ। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁহারা তাঁহার খলীফাহ্ বা স্থলাভিষিক্ত হন। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য ইহারা যে নেতৃত্বদান করিয়াছেন, তাহা মহান এবং অভূতপূর্ব ত্যাগ ও ন্যায় নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা)

হযরতের আস্‌হাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ (সা) হইতে বয়সে দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরতের জন্য সকল ছাড়িয়া হিজরতের সময় নানা কষ্ট ও বিপদের মধ্য দিয়া তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সওর গুহায় সঙ্গী ছিলেন এবং মদীনা পর্যন্ত সমস্ত পথ তাঁহার সহচর ছিলেন।

তিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম সময়ে তাঁহার মূলধন চল্লিশ হাজার দিরহম (প্রায় দশ হাজার টাকা) ছিল। তিনি ইসলাম প্রচার কার্যে মুক্তহস্ত ব্যয় করিতেন। একবার তিনি তাঁহার সমস্ত ধন ধর্ম-কার্যের জন্য দান করেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে কেহ আমার কোনও উপকার করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিদান দিয়াছি; কিন্তু আবূ বকরের উপকারের প্রতিদান দিতে পারি নাই। পরলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতিদান দিবেন। আবূ বকরের ধন আমার যেরূপ উপকার দিয়াছে, অন্য কাহারও ধন আমার সেরূপ উপকার দেয় নাই।" আ হযরত তাঁহার শেষ পীড়ার সময়ে বলিয়ছিলেন, "সমস্ত লোকের মধ্যে যে তাহার ধন ও সেবা দ্বারা সকলের অধিক আমার উপকার করিয়াছে, সে আবূ বকর। যদি আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে আবূ বকরকেই গ্রহণ করিতাম।"

আঁ হযরত তাঁহাকে "সিদ্দীক" অর্থাৎ অত্যন্ত সত্যবাদী উপাধি দিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর যেমন ধর্মে, তেমন কর্মে, সকল মুসলমানের অগ্রণী ছিলেন; তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বর ও তবুকের যুদ্ধে যোগদান করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

এক সময় হযরত রসূলুল্লাহ (সা) শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রাখিয়াছ?" সকলে চুপ রহিল। তখন হযরত আবূ বকর বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি।" পুনরায় আঁ হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে গরীবকে আহার দিয়াছ?" সকলে চুপ রহিল। তখন হযরত আবূ বকর মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি।" আঁ হযরত আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের কে পীড়িতের সেবা করিয়াছে?" সকলে চুপ রহিল। তখন আবূ বকর নম্রভাবে বলিলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি।" ইহা শুনিয়া হযরত রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় যাহাতে এই তিন গুণ মিলিত হয়, সে বেহেশ্তবাসী হইবে।" এই বৃত্তান্ত হইতে আমরা হযরত আবূ বকরের উচ্চ চরিত্রের পরিচয় পাই।

হযরত রসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার পীড়ার সময়ে হযরত আবূ বকরকে তাঁহার স্থানে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি আবূ বকর ভিন্ন অন্য কাহাকেও ইহার উপযুক্ত মনে করেন নাই। এই সমস্ত গুণের জন্য তিনি হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুর পর সর্বসম্মতিক্রমে খলীফাহ্ অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত ও মুসলমানগণের নেতা নিযুক্ত হন। তখন তিনি তাঁহার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে মুসলমান সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বায়তুল মাল হইতে বাৎসরিক ছয় হাজার দিরহাম (প্রায় পনর শত টাকা) বৃত্তি ধার্য করা হয়।

হযরত আবূ বকরের খিলাফত সময়ে ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের অধিকাংশ জয় হয়। তিনি প্রথম হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রা)-কে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করেন। কিন্তু পরে খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা)-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত খালিদ (রা) অতি তেজস্বী বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি ইস্লাম গ্রহণের পূর্বে ওহুদের যুদ্ধে বিধর্মীদিগের একজন সেনাপতি ছিলেন।

সেনাপতিগণের প্রতি হযরত আবূ বকর (রা)-এর আদেশ এইরূপ ছিল— 'সৈন্যগণের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদের মতামত ও মনোভাব কখনও অগ্রাহ্য করিবে না; ছেলে, বুড়া ও মেয়েলোকের উপর অত্যাচার করিবে না। খোর্মা খেজুর গাছ কাটিয়া ফেলিবে না। ফসল ক্ষেতে আগুন লাগাইয়া দিবে না। শত্রু পক্ষের সহিত কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে তাহার শর্তগুলি মানিয়া চলিবে।"

হযরত আবূ বকর (রা) ২ বৎসর ৩ মাস ১০ দিন খিলাফত সম্পাদন করিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। (২১শে জমাদিয়ুস সানী, ১৩ হিঃ)। তাঁহার পর হযরত 'উমর (রা) খলীফাহ্ মনোনীত হন।

হযরত 'উমর ফারুক (রা)

হযরত 'উমর (রা) অতি তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমস্ত লোক ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিত। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন বড় দুশমন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করিয়া তিনি আঁ হযরতের গাঢ় দোস্ত হইয়া যান। তিনি হযরতের জন্য সকল সময় প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। হযরত তাঁহার কন্যা বিবি হাফসাহ (রা)-কে বিবাহ

করেন। তিনি অতিশয় ন্যায়বিচারক ছিলেন। এইজন্য তাঁহার উপাধি ছিল "ফারুক" অর্থাৎ সত্যমিথ্যার পৃথককারী। হযরত বলিতেন, "যদি আমার পর কেহ নবী হইতেন, তবে নিশ্চয় 'উমর নবী হইতেন।" তাঁহার শাসনকালে সমস্ত ফিলিস্তিন, সিরিয়া, পারস্য, আর্মিনিয়া ও মিসরে ইসলামের জয়পতাকা উড্ডীন হয়।

হযরত 'উমর (রা) খলীফা হইতে হযরতের বীর সেনানী খালিদকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া হযরত আবূ 'উবায়দাহ্‌কে সেই পদে নিযুক্ত করেন। খালিদ এক কবিকে তাঁহার প্রশংসাসূচক কবিতার জন্য দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা দিয়াছিলেন। খলীফাহ্ তাঁহাকে সরকারী অর্থের অপব্যবহারের জন্য পদচ্যুত করেন। ইহার কিছুকাল পরে খালিদ পীড়িত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হন। হযরত 'উমর (রা) পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হন।

চারি মাস অবরোধের পর খ্রীস্টানগণ যেরুযালেম মুসলমানদের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইহার শর্ত রহিল যে, স্বয়ং খলীফাহ্ আসিয়া স্বহস্তে যেরুযালেমের সিংহদ্বারের চাবি গ্রহণ করিবেন! হযরত 'উমর মদীনা হইতে যেরুযালেম অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দুইশত মাইলব্যাপী এই পথে তিনি কিছু পথ উটে চড়েন এবং চাকর তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া পথ চলে। আবার কিছু পথ চাকর উটে চড়ে এবং তিনি উটের লাগাম ধরিয়া পথ চলেন। এরূপভাবে তিনি যেরুযালেমে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে উটের পিঠে চাকর আর খলীফাহ্ উটের লাগাম ধরিয়া। অপরিচিতেরা উটের আরোহীকে খলীফাহ্ মনে করিল। নগরের প্রধান পুরোহিত ও শাসনকর্তা এই মুসলমান নেতাকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তৎপরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তখন শাসনকর্তা তাঁহার হস্তে যেরুযালেম সমর্পণ করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে আবূ 'উবায়দাহ্ বহু সৈন্যসহ এক প্রবল মহামারীতে প্রাণত্যাগ করেন।

হযরত 'উমর (রা) সাধারণ লোকের ন্যায় সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার ন্যায় বিলাসশূন্য কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রজারঞ্জক নৃপতি পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্প দৃষ্ট হয়। তাঁহাকে ফকীর-বাদশাহ বলা যাইতে পারে। তিনি রাজকোষ হইতে নিজের খরচের জন্য কেবলমাত্র দৈনিক চারি আনা গ্রহণ করিতেন। রাজকোষের সমস্ত অর্থ রাজ্য ও প্রজার মঙ্গেলের জন্য ব্যয় করিতেন। প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য অনেক সময় রাত্রিকালে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেন।

একদিন রাত্রে হযরত 'উমর জনৈক সঙ্গীর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া মরুভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেকগুলি তাঁবু পড়িয়াছিল। তিনি প্রত্যেকটি তাঁবু মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একটি তাঁবুর নিকটে গিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেখানে কতকগুলি শিশু একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ঘিরিয়া কাঁদিতেছিল।

বৃদ্ধার সম্মুখে তিনটি পাথরের নূড়ির উপর একটি পাত্র বসান ছিল। তাহার নিম্নে কাষ্ঠখণ্ড ধীরে ধীরে পুড়িতেছিল। বুড়ি বলিতেছিল, "বাছারা, একটু সবুর কর, শীঘ্রই খাবার তৈয়ারী হইবে।" সে অনেকক্ষণ ধরিয়া বারবার এইরূপ বলিয়া ছেলেদিগকে সান্ত্বনা দিতেছিল; কিন্তু তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

তাঁবুর বাহির হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া হযরত 'উমর বৃদ্ধাকে সালাম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, এই ছেলেগুলি কাঁদিতেছে কেন? তাহাদের কি হইয়াছে?" বৃদ্ধা বলিল, "হায় বাছারা ক্ষুধার্ত; কিন্তু তাহাদিগকে খাইতে দিবার মতো দুনিয়ায় আমার কিছুই নাই। যে হাঁড়িটি চুলার উপর দেখিতেছেন, তাহাতে কেবল পানি আছে মাত্র। যে পর্যন্ত ছেলেগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া না পড়ে, তাহাদের ভুলাইবার জন্য এইরূপ করিতেছি।" 'উমর বলিলেন, "আপনার এই দুঃখের কারণ কি?" বৃদ্ধা বলিল, "হায়! আমার সংসারে কেহই নাই। স্বামী ছিলেন, তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

'উমর বলিলেন, "আপনি কেন খলীফাহ্‌র নিকট গিয়া নিজের অবস্থার কথা জানান নাই? তিনি নিশ্চয়ই রাজভাণ্ডার হইতে আপনাকে সাহায্য করিতেন।" স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "উমরের উপর আল্লাহর অভিসম্পাদ হউক, তাহার সর্বনাশ হউক, সে আমার সহিত কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে!"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া 'উমর কাঁপিতে লাগিলেন, যেন তিনি মৃত্যুর ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উমর আপনার প্রতি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন?

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, "আল্লাহ সাক্ষী, উমরের ব্যবহার অতি নির্দয়। আল্লাহ কি আদেশ দেন নাই যে, খলীফা তন্ন তন্ন করিয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিবেন? আমার ন্যায় হতভাগিনী যাহাদের অনেকগুলি ছেলেপুলে, কিন্তু টাকা পয়সা নাই, কোনও আশা ভরসা নাই, তাহাদিগকে সাহায্য করা কি আল্লাহের আদেশ নয়?"

'উমর বলিলেন, "কিন্তু খলীফা কিরূপে আপনার দুর্দশার কথা জানিবেন? তিনি কিরূপেই বা জানিবেন, আপনাকে এতগুলি সন্তানের ভরণপোষণ করিতে হয়? খলিফার নিকট গিয়া আপনার দুর্দশার কথা তাঁহাকে জানান আপনার কর্তব্য ছিল।"

স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিল, "না, 'উমরেরই কর্তব্য প্রজাদের দুঃখ কষ্টের খবর লওয়া। গরীব লোক ভীরু, তাহারা খলীফার নিকট যাইতে ভয় করে। অধিকন্তু নিজেদের দুর্গতির কথা বলিতে তাহাদের এক প্রকার লজ্জা বোধ হয়। দয়ালু ন্যায়বান রাজার কর্তব্য ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের প্রতি অতি যত্ন লওয়া।"

'উমর বলিলেন, "বাস্তবিক, মা, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে এক বস্তা আটা ও এক ভাঁড় মাখন নিজের কাঁধে লইয়া বৃদ্ধার তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। পথে তাঁহার সঙ্গী খলীফার কাছ হইতে বোঝা লইতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "কিয়ামতে ত ভাই, আমার বোঝা আমাকেই বহিতে হইবে।" শীঘ্রই ছেলেগুলি পেট ভরিয়া রুটি খাইয়া খেলা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

'উমর বৃদ্ধাকে সালাম করিয়া বিদায় লইলেন। পথে তিনি তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "যখন এই বৃদ্ধাকে দেখিলাম তাহার ছেলেপুলেকে বঞ্চনা করিয়া প্রবোধ দিতেছে, তখন আমার মনে হইল যেন একটি প্রকাণ্ড পর্বত আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং আমি তাহার চাপে পিষিয়া

যাইবার মতো হইয়াছি। ভীত হইয়া আমি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া যাহা করিয়ছি, তাহা তুমি দেখিয়াছ। এখন যেন ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের বোঝা আমার উপর হইতে উঠিয়া যাইতেছে এবং আমি স্বচ্ছন্দে শ্বাস প্রশ্বাস লইতেছি।"

ইহার পর হযরত 'উমর বৃদ্ধা ও তাহার সন্তানগণের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হযরত 'উমর (রা) যখন মদীনার মসজিদে নামায পড়াইতেছিলেন, তখন এক বিদেশী খ্রীস্টান গোলাম তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করে। পরে তিনি শহীদ হন (২৭শে যুল্হিজ্জা ঃ, ২৩ হিঃ)। সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও তিনি নামায শেষ না করিয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার খিলাফতকাল ১০ বৎসর ৬ মাস, ৪ দিন ছিল।

হযরত উসমান (রা)

হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হযরত 'উমর (রা)-এর পর তৃতীয় খলীফাহ্ হন। তিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার উপাধি ছিল "গনী" (ধনী)। তিনি আঁ হযরত (সা)-এর জন্য অনেক বার তাঁহার সমস্ত ধন লুটাইয়া দিয়াছিলেন। মসজিদে নববী ও রুমা, কূপের জন্য তিনি রসূলুল্লাহের চিন্তা দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রভুত অর্থ দান করেন এবং সম্পত্তি ওয়াক্ফ করিয়া দেন।

তিনি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও লজ্জাশীল ছিলেন। হযরত (সা) তাঁহার সহিত ক্রমান্বয়ে নিজের দুই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার উপাধি 'যুন্ নূরায়ন।'

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময়ে সমস্ত কুরআন শরীফ একখানা পুস্তকাকারে সংগ্রহের চেষ্টা হয়। কিন্তু হযরত 'উসমান (রা)-এর খিলাফত সময়ে তাহা সম্পন্ন হয়। এইজন্য তাঁহার উপাধি হয় "জামিউল কুরআন" বা কুরআন-সংগ্রহকারী।

মদীনা হইতে সদলবলে হজ্জে যাওয়ার সময় বাধা পাইয়া মক্কার বিরোধী দলের সহিত রসূলুল্লাহের বিখ্যাত হোদায়বিয়ার সন্ধিতে হযরত তাঁহাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর প্রত্যেক শুক্রবারে তিনি একটি করিয়া গোলাম আযাদ করিতেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি বিশটি গোলাম মুক্ত করেন এবং কুরআন পাঠে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁতার শাহাদত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ ভবিষ্যদবাণী সত্য হউক এই অপেক্ষাই করিতেছিলেন।

বিদ্রোহী ও বিপ্লবীরা তাঁহার খিলাফতের বার বৎসর কালের প্রায় সময়ই সক্রিয় ছিল। ইহাদিগকে কতল করিবার পরামর্শ হযরত 'আইশা প্রমুখ সাহাবারা দিয়াছিলেন। কিন্তু সরলমনা দয়ার সাগর খলীফাহ্ শান্তির জন্য এ রক্তপাতও পছন্দ করিলেন না; বরং নিজের রক্ত দিয়া রক্তক্ষয় বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

রসূলুল্লাহের বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান নেতা আবূ সুফিয়ানের ভ্রাতা আফফানের পুত্র ছিলেন হযরত 'উস্মান। হযরতের দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের ভাই 'উমাইয়ার বংশে ইহার জন্ম।

হযরত নিজে ছিলেন বনী হাশিম। বহুদিন হইতে হাশিমী ও 'উমাইয়া বংশদ্বয়ের গোত্রীয় বিবাদ ছিল। এই অতীত কলহকে কেন্দ্র করিয়া আবূ সুফিয়ান হযরতের সঙ্গে লড়িতেছিলেন। মক্কা জয়ের সময় তিনি মুসলমান হন। হযরত উসমান সর্ব প্রথম এই গোত্র হইতে ইসলাম কবূল করেন। পরবর্তীকালে আবূ সুফিয়ানের পুত্র আমীর মু'আভিয়াহ্ ইসলামের সুশীলত ছায়ায় থাকিয়াও পুরাতন গোত্রীয় কলহ ভুলিতে পারেন নাই। ইহারই বিষময় পরিণতি হয় কারবালায়।

তাঁহার শাসনকালে সমস্ত পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানগণের অধিকারে আসে। তাঁহার অধীন মিসরের শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। মু'আভিয়াহ্ (রা) ভূমধ্যসাগরস্থ মাল্টা, ক্রীট, রোডস ও সাইপ্রাস অধিকার করেন। এমন কি তিনি কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার খিলাফতকাল ১২ বৎসর। তৎপরে তিনি শহীদ হন (১৮ যুলহিজ্জা ঃ, ৩৫ হিঃ)।

হযরত 'আলী (রা)

হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর পর চতুর্থ খলীফাহ্ হন। তিনি বালকগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলা হইতেই তিনি রসূলুল্লাহের সঙ্গে থাকিতেন। সকল জিহাদে তিনি অভূতপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আরবজাতির ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় সৈনিক খুবই বিরল। তিনি যেমনই বীর, তেমনই জ্ঞানী ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমি জ্ঞানের নগর, আলী তাহার দোর।" তিনি হযরতের চাচা আবূ তালিবের পুত্র ছিলেন। হযরত নিজের প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমা বিবি (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন এবং হযরত মুহসিন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁহাদের তিন পুত্র।

একদিন আমাদের হযরত পয়গম্বর সাহেব (সা) জামাতা হযরত 'আলী (রা)-এর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সেখানে দেখিলেন যে প্রাণাধিক নাতি ইমাম হাসান (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা) উভয়ে পীড়িত। তিনি জামাতা 'আলী (রা)-এর ও কন্যা ফাতিমাকে (রা) তাহাদের রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিছু মানত করিতে বলিলেন। তাঁহারা হযরতের কথামত তিনটি রোযা মানত করিলেন। আল্লাহের মেহেরবানীতে হাসান ও হুসাইন আরোগ্য লাভ করিলেন।

প্রথম দিন মাগরিবের সময় হযরত 'আলী ও বিবি ফামেতা, সমস্ত দিন রোযার পর সামান্য কয়েকখানা রুটি লইয়া ইফতার খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে এক গরীব লোক আসিয়া রুটি ভিক্ষা চাহিল। সে বলিল যে, সে কয়েকদিন খাইতে পায় নাই, তাহার বাড়ীর সকলেও তাহার মতো উপবাস করিয়া আছে। হযরত 'আলী তৎক্ষণাৎ নিজের পাত হইতে সমস্ত রুটি তাহাকে দিলেন। ফাতিমা বিবি হাসান ও হুসাইন সকলেই নিজেদের রুটি তাহাকে দিয়া দিলেন। তাঁহারা সকলে সে রাত্রি কেবল পানি খাইয়া কাটাইলেন।

পরদিন হযরত 'আলী ও বিবি ফাতেমা রোযা রহিলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা কয়েকখানা রুটি লইয়া ইফতারে বসিয়াছেন, এমন সময়ে এক অনাথ বালক কাতরভাবে কিছু খাইতে

চাহিল। রুটি বেশি ছিল না। তাঁহারা আপনাদের সমুদয় রুটি তাহাকে দিলেন। সে রাত্রিতেও তাঁহারা কেবল পানি খাইয়া রহিলেন।

তাহার পরদিনও তাঁহারা আল্লাহর নামে রোযা রাখিলেন। ইফতারের সময় এক কয়েদী আসিয়া আহার প্রার্থনা করিল। তাঁহারা না খাইয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। সে রাত্রিও তাঁহারা কেবল আল্লাহর নাম করিয়া পানি খাইয়া রহিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের নেক কাজে বড় খুশি হইলেন। তিনি (রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কুরআনের আয়াত নাযিল (অবতীর্ণ) করিলেন তাহার মর্ম এই যে, যাহারা নিজেদের প্রয়াজন সত্ত্বেও কেবল আল্লাহর খুশির জন্য গরীব, এতিম ও কয়েদীদিগকে খাওয়ায়, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে রোয কিয়ামতে সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়া স্ফূর্তি ও আনন্দ দান করিবেন।

হযরত নিজেও খুব অতিথিদের সেবা যত্নের জন্য পেরেশান থাকিতেন। মুসলমান ভিন্ন মুশরেক বা কাফের অতিথিকেও আদর আপ্যায়ন করিতেন। হযরত 'আইশা বলিয়াছেন, মদীনায় রসূলুল্লাহ কখনও দুই বেলার আহার ভালভাবে করেন নাই। অতিথিকে খাওয়াইয়া অনেক সময় রসূল পরিবারকে উপবাসে কাটাইতে হইয়াছে। এইরূপ এক উপবাসের সময় এক ক্ষুধার্ত মেহেমান তাঁহার কাছে আসিলে তিনি অতিথি সেবার জন্য খোঁজ করিয়া দেখিলেন যে বাড়ীতে পানি ছাড়া আর কিছুই নাই। পরে এক সাহাবী কিছু খেজুর পাঠাইয়া দিলেন এবং পরে গোশত রাঁধিয়া পাঠাইলেন। রসূলুল্লাহের সম্মুখে খাবার আসিলে তাঁহার মনে পড়িল বিবি ফাতিমার উপবাসের কথা। তিনি মেয়েকে একটি রুটি ও কিছু গোশত পাঠাইয়া দিলেন।

হযরত আলীর খিলাফত সময়ে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদিগকে শাস্তি না দেওয়ায় একদল মুসলমান তাঁহার উপর খেপিয়া যায়। এমন কি বিবি 'আইশা (রা) তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। হযরত 'উসমান (রা)-এর আত্মীয় সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আভিয়াহ্ বিদ্রোহী হন। তাঁহাদের পরস্পর যুদ্ধে উভয় পক্ষে অনেক মুসলমানের প্রাণ নষ্ট হয়। অবশেষে ২০ রমযান ৪০ হিজরী সনে হযরত 'আলী (রা) কুফার মসজিদে ফজরের নামাযের মধ্যে এক ঘাতকের হস্তে শহীদ হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৫৯ বৎসর। তাঁহার খিলাফতকাল ৪ বছরের কিছু অধিককাল।

এই চারিজন খলীফাহকে "খুলাফাএ রাশিদীন" বা সত্য খলীফা বলা হয়। তাহাদের পর দেশে দেশে মুসলমান বাদশাহদের রাজত্ব হয় এবং তাঁহাদের সময় হইতেই রাজত্ব বংশগত হয়। ইহা ইসলামের মুলনীতির বিরোধী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "লোকদের মধ্যে পরলোকে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধগ্রস্থ এবং অধিক মন্দ সেই সেই ব্যক্তি যহার রাজাধিরাজ নাম করা হইয়াছে। আল্লাহ ভিন্ন কোনও রাজা নাই।"

প্রথম দুই খলীফাহ (রা)-এর মাযার আঁ হযরত (সা)-এর রওযা পাকের মধ্যে বিদ্যমান আছে। হযরত 'উসমানের (রা) মাযার মদীনার জান্নাতুল বাকীতে এবং হযরত আলীর (রা) মাযার কুফার নিকটবর্তী নজফ আশ্রফে বর্তমান আছে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর এবং এই চার খলীফাহ্ (রা)-এর মাযার যিয়ারতে বহু সওয়াব (পুণ্য) আছে।

‘আশারাহ্ মুবাশ্‌শারাহ্

এক দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিয়া উঠিলেন, “আবূ বকর বেহেশতে, ‘উমর বেহেশতে, উসমান বেহেশতে, ‘আলী বেহেশতে, তালহাহ্ বেহেশতে, যুবয়র বেহেশতে, আবদুর রহমান বিন আওফ বেহেশতে, সা’দ বিন আবী ওক্কাস বেহেশতে, সা’ঈদ বিন যায়দ বেহেশতে, আবূ উবায়দাহ বিন আল জাররাহ বেহেশতে।” এই জন্য এই দশজনকে ‘আশারাহ মুবাশ্‌শারা বা দশ জন সুসংবাদ পাওয়া আসহাব বলা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারি জন চার খলীফা। এখন অবশিষ্ট ছ’জনের কথা বলিতেছি।

হযরত তাল্‌হা বিন্ ‘উবায়দিল্লাহ

তিনি সৌদাগর ছিলেন। ১৭/১৮ বৎসর বয়সে তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে বুস্‌রা শহরে গিয়াছিলেন। সেখানে বুহায়রাহ্ নামে এক খ্রীস্টান সন্ন্যাসী রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদ দেন। তিনি মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহার আগে মাত্র ৭ জন মুসলমান হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ভাই তাঁহাকে বেদম মারপিট করে। কিন্তু তাহাতেও তিনি ধর্মে অটল থাকনে। তিনি বদরের যুদ্ধের সময় আঁ হযরতের হুকুমে সিরিয়া দেশে কোনও কাজ উপলক্ষে গিয়াছিলেন। এইজন্য বদরের যুদ্ধে তিনি শরীক হইতে পারেন নাই। এ ছাড়া তিনি সকল জিহাদে হযরতের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহার শরীরে সত্তরের অধিক জখমের চিহ্ন ছিল। তাঁহার এই আত্ম-বলিদানের জন্য আঁ হযরত তাঁহাকে খায়র (মঙ্গল) উপাধি দিয়েছিলেন। তবুকের যুদ্ধের খরচের জন্য তিনি অনেক টাকা কড়ি দান করেন। এই জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ফয়্যায বা দাতা উপাধি দেন। তিনি গরীব দুঃখীদের দানে মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৬৪ বৎসর বয়সে এক যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন।

হযরত যুবায়র বিন্ আল আওওয়াম (রা)

তিনি আঁ হযরতের ফুফাত ভাই ছিলেন। তিনি ষোল বৎসর বয়সে মুসলমান হন। তখন মাত্র ৫ বা ৬ জন ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন। মুসলমান হওয়ার জন্য তাঁহাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। তিনি বলিতেন, “তোমরা যাহাই কর না কেন, আমি আবার কাফের হইতে পারি না।” আঁ হযরত (সা)-এর আদেশে তিনি প্রথমেই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে

তিনি মদীনায় আসিয়া অন্যান্য মুহাজেরদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি আঁ হযরতের সঙ্গে সমস্ত জিহাদে যোগদান করেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি নিজের শরীর দিয়া আঁ হযরতের প্রতি নিক্ষিপ্ত শর নিবারণ করেন। মক্কা অভিযান কালে তিনি মুসলিম বাহিনীর নিশানবর্‌দার ছিলেন। মক্কা জয় হইলে আঁ হযরত নিজ হাতে তাঁহার চেহারার ধূলামাটি সাফ করিয়া দেন। রসূলুল্লাহের ওফাতের পর তিনি খিলাফতের জমানায় সিরিয়া ও মিসরে যুদ্ধে যোগ দিয়া প্রচণ্ড বীরত্বের পরিচয় দান করেন। ২৬ হিঃ সনে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি এক দুরাত্মার হাতে নামাযের মধ্যে শহীদ হন। তিনি ধনী সাহাবাগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য পাঁচ কোটি দিরহাম বা দীনার ছিল। কিন্তু তিনি এত দানশীল ছিলেন যে, তিনি মৃত্যুকালে ২০ লক্ষ টাকা কর্জ রাখিয়া যান। তাঁহার পুত্রেরা তাহা কয়েক বৎসরে পরিশোধ করেন।

‘আবদুর রহ্‌মান বিন্ আওফ (রা)

তিনি ২২ বা ২৩ বৎসর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। আঁ হযরত (সা)-এর আদেশ তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখান হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অন্যান্য আস্‌হাবের সঙ্গে মদীনায় হিযরত করেন। তিনি সমস্ত জিহাদে যোগদান করেন। ওহোদের যুদ্ধে তাঁহার শরীরে কুড়ির অধিক জখম হয়। তিনি পায়ে এমন আঘাত পান যে যাবজ্জীবন খোড়াইয়া হাঁটিতেন। হযরত ‘উসমানের খিলাফত সময়ে ৩১ হি. সনে পাঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। এক বার তাঁহার ৭০০ উট বোঝাই গম, আটা প্রভৃতি লাভ হয়। তিনি উট সমেত সমস্ত দান করিয়া দেন।

সা‘দ বিন আবী ওক্কাস (রা)

সম্পর্কে তিনি আঁ হযরত (সা)-এর মামু ছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি মুসলমান হন। তাঁহার মা তখন কথাবার্তা দানাপানি সমস্ত ছাড়িয়া দেন। তিনি মাকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু দীন ইসলামের ভালবাসায় তিনি অবিচলিত থাকেন। তিনি আঁ হযরত (সা)-এর সমস্ত যুদ্ধে যোগ দেন। ওহোদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার হাতে তীর তুলিয়া দিয়া বলিতেন, “সা‘দ, তীর চালাও। আমার মা বাপ তোমার জন্য কুরবান।” এমন কথা তিনি আর কহারও জন্য কখনও বলেন নাই। শেষ হজ্জের সময় তিনি পীড়িত ছিলেন। আঁ হযরত তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে, তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা) তাঁহাকে সম্পত্তির তিন ভাগের এক বাগের বেশি দান করিতে অনুমতি দিলেন না। পরিজনের প্রতি কর্তব্য পালনও মুসলমানের একটি বড় কর্তব্য, হযরত তাহা শিক্ষা দিলেন। আঁ হযরত (সা)-এর ওফাতের পর তিনি ঈরান ও ইরাকের যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ৫৫ হিঃ সনে ৭০ বছরের কিছু বেশি বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সা'ঈদ বিন্ যায়দ (রা)

তিনি সস্ত্রীক ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বে আঁ হযরত (সা) তাঁহাকে এবং তালহা (রা)-কে কোনও জরুরি কাজে বাহিরে পাঠাইয়া দেন। এজন্য তিনি তাহাতে যোগ দিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি সমস্ত জিহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি ৫০ হিঃ সনে সত্তর বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আবু উবায়দাহ বিন্ আলজাররাহ (রা)

তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপদেশে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আঁ হযরতের আদেশে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া সকলের সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি সমস্ত জিহাদে যোগ দিয়া সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। বদরের যুদ্ধে তাঁহার পিতা শত্রু পক্ষে যুদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে হত্যা করিতেছিলেন। আবূ 'উবায়দাহ্ তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি তীরের আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। খিলাফতের আমলে তিনি বহু যুদ্ধে বাহাদুরি দেখান। হযরত 'উমর (রা) তাঁহাকে দামিশকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে আরবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি শস্য বোঝাই চার হাজার উট দিয়া সাহায্য করেন। ১৮ হিঃ সনে মহামারিতে তিনি লোকান্তর গমন করেন।

হযরতের বীর সেনানী খালিদ

ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের নাম করিতে গেলে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-এর নাম লইতে হয়। তিনি মক্কার কুরায়শ বংশীয় ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ইসলামের একজন ঘোর শত্রু ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি বিধর্মী পক্ষে একজন সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত হইয়া উঠেন।

হিজরীর সপ্তম বৎসরে আঁ হযরত (সা) সিরিয়া দেশের বুসরার শাসনকর্তার নিকট পত্রসহ এক দূত পাঠান। কিন্তু বিধর্মী শাসনকর্তা দূতকে হত্যা করে। ইহা সমস্ত সভ্য জাতির আইন-বিগর্হিত। পর বৎসর আঁ-হযরত (সা) তাহার প্রতিশোধের জন্য তিনি হাজার সৈন্যসহ এক সেনাপতিকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা করিয়া দেন। মুতা নামক স্থানে দুই লক্ষ শত্রু সৈন্যের সহিত তাঁহাদের মোকাবিলা হয়। যেখানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। একে একে তিন জন মুসলমান সেনাপতি শহীদ হন। তখন হযরত খালিদ পতাকা ধারণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার হাতে নয়খানি তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) খালিদের উপাধি 'সয়ফুল্লাহ” (আল্লাহের তরবারী) প্রদান করেন। খালিদ ১২৫টি যুদ্ধে যোগাদান করেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হন। তিনি মক্কাবিজয়ে ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরলোক গমনের পর তিনি প্রথম দুই খলীফাহর সময়ে ইরাক এবং সিরিয়ার বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

হযরত মুহম্মদ (সা) পারস্য-সম্রাট খসরুর নিকট এক দূত পাঠাইয়াছিলেন। খসরু অবজ্ঞা ভরে হযরতের পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। রসূলুল্লাহের ওফাতের পরে মুসলমানগণ এই নষ্টামির প্রতিফল দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তৎকালে পারস্যের সাধারণ প্রজাগণ শাসক সম্প্রদায় দ্বারা উৎপীড়িত ও শোষিত হইতেছিল। হযরত আবূ বকর (রা) খলীফাহ্ হইয়া খালিদ (রা)-কে সসৈন্যে পারস্য অভিমুকে প্রেরণ করিলেন। ইরাকের আবলা (Obolla) নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পারস্য রাজ-প্রতিনিধি হরমুয নিহত হন এবং পারসী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পালায়ন করে। পলায়ন রোধ করিবার জন্য পারসীক সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এই যুদ্ধে আনয়ন করা হইয়াছিল। এই জন্য এই যুদ্ধকে 'শৃঙ্খলের যুদ্ধ” নাম দেওয়া হইয়াছে।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খালিদ পারস্যের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পারস্য-সম্রাট সেনাপতির উপর সেনাপতি পাঠাইয়া তাঁহর গতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন না। খালিদ অনেক শহর ও কিল্লা দখল করিতে করিতে ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন (৬৩৩ খ্রীঃ)। তিনি পারস্যের অভ্যন্তরে যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় খলীফার আদেশ পাইয়া তিনি সিরিয়ার যুদ্ধ পরিচালনের জন্য প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন।

সিরিয়ার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি আবূ 'উবায়দাহ্ বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অধীন শুরাহবীল বসরা শহর আক্রমণ করিতে গিয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়েন যখন তিনি হটিয়া আসিবার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন সহসা খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) খলীফাহর আদেশে ইরাকের যুদ্ধযাত্রা ছাড়িয়া প্রধান সেনাপতি রূপে সসৈন্যে তাঁহার সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। ইহার ফলে যুদ্ধের গতি ফিরিয়া গেল। বসরা মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইল।

সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস (দিমশক) এখন মুসরমানগণের লক্ষ্যস্থল হইল। খালিদ ও আবূ 'উবায়দাহ্ দুই দিক হইতে আসিয়া দামাস্কাস অবরোধ করিলেন। সম্রাট হেরাক্লিয়াস অবিলম্বে ওয়াদার্ন (Artabin) নামক সেনাপতির অধীনে এক লক্ষ সৈন্য দামাস্কাস রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আরব সৈন্যের সম্মুখে গ্রীকগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। খালিদের বিক্রমে দামাস্কাসের পতন অনিবার্য হইয়া পড়িল। এই সময় হেরাক্লিয়াস এক বিরাট বাহিনী আজনাদায়ন নামক স্থানে সেনাপতি ওয়ার্দানের নিকট পাঠাইলেন। ইহাতে খালিদ ও আবূ 'উবায়দাহ দামাস্কাস অবরোধ ত্যাগ করিয়া আজনাদায়ন অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

'আমর ইবনুল 'আস, শুরাহবীল ও অন্যান্য আরব সেনাপতিগণ খালিদের আহ্বানে আজনাদায়ন প্রান্তরে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। পঁয়তাল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্য সত্তর হাজার খ্রীস্টান সৈন্যের সহিত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথমতঃ গ্রীক সেনাপতি ওয়ার্দান আরব প্রধন সেনাপতি খালিদের সহিত একাকী কথাবার্তার ছলে তাঁহার প্রাণ-সংহারের জন্য এক ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু আরবগণ ষড়যন্ত্রের বিষয় পূর্বেই জানিতে পারে এবং ওয়ার্দানকে হত্যা করে।

ওয়ার্দানের মৃত্যুতে গ্রীক সৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। যুদ্ধে গ্রীক পক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এবং আরব পক্ষে মাত্র ৪৭০ জন নিহত হয় (৬৩৪ খ্রীঃ)। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণ বর্ধিত উৎসাহে দামাস্কাস অবরোধের জন্য যাত্রা করিল।

দামাস্কাস পরিখা ও দুর্ভেদ্য প্রাচীন বেষ্টিত ছিল। মুসলমানগণ দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও শহর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না। এই সময়ে এক রাত্রে উৎসব উপলক্ষে দামাস্কাস বাসিগণ মদ খাইয়া বড় বেশামাল হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে খালিদ কয়েকজন অনুচরের সহিত গড়খাই সাঁতার দিয়া পার হইয়া রশি ও সিঁড়ির সাহায্যে প্রাচীন টপকাইয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহারা গেট খুলিয়া দেন। সেই পথে খালিদের সৈন্যগণ পানিস্রোতের

মতো নগরে ঢুকিয়া হত্যাকাণ্ড শুরু করিয়া দেয়। নগরবাসীগণ গত্যন্তর না দেখিয়া অন্য গেট দিয়া বাহির হইয়া সেনাপতি আবূ 'উবায়দাহ্র শরণাপন্ন হইয়া শান্তি প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাদিগকে অভয় দান করেন। নগর মধ্যে খালিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে রক্তপাত হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। কিন্তু খালিদ বলেন যে, তাঁহার তরবারির বলে দামাস্কাস অধিকৃত হইয়াছে। অতএব তিনিই সর্বপ্রকার আদেশ দানের অধিকারী। আবূ 'উবায়দাহ্র সহিত তাঁহার এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয়। অবশেষে আবূ 'উবায়দাহ্র অভয়বাণীর মর্যাদা রক্ষা করাই সাব্যস্ত হয় এবং খলীফাহ্র নিকট এই ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয়।

যেদিন দামাস্কাস ইসলামের জয় পতাকা উড্ডীন হইল, সেই দিন খলীফা আবূ বকর জান্নাতবাসী হইলেন। তাঁহার পরবর্তী খলীফাহ্ হযরত 'উমর (রা) খিলাফত প্রাপ্তির পর দামাস্কাস বিজয়ের সংবাদে আনন্দ-উৎফুল্ল হইলেন। হযরত উমর (রা) খালিদের বীরত্ব বিষয়ে অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কঠোর স্বভাবের জন্য তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া আবূ 'উবায়দাহ্কে সেই পদে নিযুক্ত করা সমীচীন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি খালিদের পত্রের উত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন যে, দামাস্কাস খালিদের তরবারির বলে বিজিত হয় নাই। দামাস্কাসে আবূ 'উবায়দার আদেশ বাক্য প্রতিপালিত হইবে এবং তাঁহাকে প্রধান সেনাপতি বলিয়া মান্য করিতে হইবে।

খালিদ অকুণ্ঠিত চিত্তে খলীফাহ্র আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন। তিনি আবূ উবায়দাহকে প্রধান সেনাপতি বলিয়া অভিনন্দন করিয়া কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি তাঁহার অধীনে একজন সেনারূপে ইসলামের সেবা করিবার অধিকার পান।

ইহার পর প্রধান সেনাপতি আবূ 'উবায়দাহ্ দামাস্কাস পরিত্যাগ করিয়া গ্রীকদের অধীন অন্য স্থানের দিকে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। সম্রাট হেরাক্লিয়াস আরবগণের গতিরোধ করিবার জন্য স্বীয় ভ্রাতা থিওডোরসের অধীনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। জাবালা নামক এক আরব সর্দার ত্রিশ হাজার খ্রীস্টান সৈন্যসহ তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। মুসলমানগণ গ্রীকদের রণসজ্জার বিষয় অবগত হইয়া তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিতে ফিলিস্তিনের সীমান্তবর্তী ইয়ারমুক নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে সিরিয়ার ভাগ্য নিপত হয়।

আবূ 'উবায়দা যুদ্ধ পরিচালনার ভার খালিদের উপর দিলেন। যাহাতে মুসলমান সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে না পারে, এই জন্য তিনি নিজে সসৈন্যে বাহিনীর পশ্চাদভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খালিদ সৈন্যদিগকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। গ্রীক সৈন্যগণ পাল্টা আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণ এরূপ ভীষণ ছিল যে, মুসলিম সৈন্যদল তিনবার হাটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কিন্তু প্রত্যেক বার আরব মহিলাগণ তাহাদের পলায়ন পথ রোধ করিয়া তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া ও যষ্টি প্রহার করিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য করিল। এই ভীষণ যুদ্ধ দিবসে মুসলিম নারীগণ পুরুষদিগের ন্যায় নানা হাতিয়ার লইয়া রীতিমত যুদ্ধ

করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইলে উভয় পক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। এইরূপ দুইদিন যুদ্ধ চলিল, তৃতীয় দিন মুসলমানগণ জয়লাভ করিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে গ্রীকদিগের এক লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল এবং মুসলমানগণের মাত্র তিন হাজার শহীদ হইয়াছিল (৬৩৬ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে গ্রীকগণ একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে এবং মুসলমানদিগকে বাধা দিবার মনোবল হারাইয়া ফেলে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ জয়ের পর খালিদ আরও কয়েকটি ছোট খাট যুদ্ধে গ্রীকদিগকে পরাজিত করেন। এইরূপে সমস্ত সিরিয়া গ্রীকদের হাত হইতে মুসলমান অধিকারে আসে।

খালিদ ছিলেন বড় যোদ্ধা। তিনি নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করিতেন। যখন ইচ্ছা হইত, হজ্জ করিতে যাইতেন; যাহাকে ইচ্ছা হইত প্রচুর দান করিতেন। তিনি একবার এক কবিকে তাঁহার প্রশংসাসূচক কবিতার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। এসমস্ত কারণে খালীফা হযরত 'উমরের আদেশে প্রধান সেনাপতি আবূ উবায়দা তাঁহাকে সকলের সমক্ষে পদচ্যুত করিয়া তাহার শিরোভূষণ খুলিয়া লন। তারপর তাঁহাকে মদীনায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হযরত 'উমর সকলকে জানাইয়া দেন যে, তিনি এই কারণে খালিদকে পদচ্যুত করিয়াছেন, যেন সকলে জানে যে, মুসলমানের সহায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, খালিদের তরবারি নয়। ইঁহার পর তিনি তাহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া কয়েকটি স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া মদীনা হইতে সেখানে পাঠাইয়া দেন। যোদ্ধা খালিদের শাসনকার্য ভাল লাগিল না। তিনি এক বৎসর পরে কার্যে ইস্তফা দিয়া মদীনা চলিয়া আসেন। তারপর কিছুকাল পীড়িত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন (৬৪২ খ্রিঃ)।

তিনি মৃত্যুকালে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে খালিদ! তুই বড় হতভাগ্য। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাহাদত তোর ভাগ্যে হইল না। তুই আজ মেয়েলোকের মতো ঘরে বিছানায় পড়িয়া মরিতেছিস।"

ইফা-২০১০-২০১১ প্র/১০২২১ (উ)-৩২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]